মানভূম সংবাদ

☎ 9434180792
9046146814
9932947742
Office- 7063894018

GOVT. OF INDIA RNI REGN. NO.71060/99
নিরপেক্ষ মানুষের নিজস্ব দৈনিক

www.manbhumsambad.com
manbhumsambad@gmail.com

২৬ বর্ষ ১১৭ সংখ্যা	পুরুল্যা	২৭ জুলাই, ২০২৪, শনিবার	১১ শ্রাবণ, ১৪৩১	দাম ৩ টাকা	মোট পৃষ্ঠা ৮
26 yr 117 Issue	Purulia	27 July, 2024, Saturday	11 Shraban, 1431	Price- Rs.3.00	

‘আমাকে শেখাবেন না’! সরকারের আপত্তি খারিজ করলেন মমতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৬ জুলাইঃ বাংলাদেশের সাম্প্রতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য নিয়ে ‘বিতর্ক’ থামছেই না। ঢাকার আপত্তির পরে ভারতীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকও এ নিয়ে মুখ খোলে। তার ২৪ ঘণ্টা কাটতে না-কাটতেই কেন্দ্রীয় সরকারকে পাল্টা জবাব দিলেন মমতা। শুক্রবার তিনি বলেন, “বিদেশনীতি সম্পর্কে আমি অনেকের চেয়ে ভাল জানি।” শুক্রবার দিল্লিতে গিয়েছেন মমতা। শনিবার নীতি আয়োগের বৈঠক। সেই বৈঠকে যোগ দিতে দিল্লিতে গিয়েছেন তিনি। তার আগে শুক্রবার দিল্লির বঙ্গভবনে দলীয় সাংসদের সঙ্গে বৈঠকও করেন মমতা। দিল্লিতে বাংলাদেশ নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, “যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো আমি খুব ভাল জানি। আমি সাত বারের সাংসদ, দু’বারের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ছিলাম। বিদেশনীতি অন্য কারও চেয়ে ভাল জানি। তাঁদের আমাকে শেখানো উচিত নয়। বরং তাঁদের পরিবর্তিত ব্যবস্থা থেকে শেখা উচিত।” ২১ জুলাইয়ের মঞ্চ থেকে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক অশান্তি প্রসঙ্গে মমতা জানিয়েছিলেন, পড়শি দেশ থেকে কেউ পশ্চিমবঙ্গের দরজায় এলে তিনি ফেরাবেন না। তবে সেই সঙ্গেই তিনি জানান, এ বিষয়ে বেশি কিছু বলতে পারবেন না। কারণ, বাংলাদেশ একটি স্বতন্ত্র দেশ। এ নিয়ে কিছু বলার থাকলে ভারত সরকার বলবে বলেও উল্লেখ করেন তিনি। কিন্তু মমতার এই মন্তব্য নিয়ে সুর চড়ায় বিজেপি। তাদের দাবি, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর এই বিষয়ে মন্তব্য করার এক্তিয়ার নেই। বৃহস্পতিবার বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বাংলাদেশের কাছ থেকে পাওয়া ‘আপত্তিবার্তা’র কথা স্বীকার করেছেন। অন্য দিকে, মমতাকেও কার্যত সংবিধানের পাঠ দিয়ে জানানো হয়েছে, অন্য কোনও দেশ বা বৈদেশিক বিষয় নিয়ে পদক্ষেপ করার অধিকার কোনও রাজ্য সরকারের নেই। সংবিধান সেই অধিকার দেয়নি রাজ্যকে। এ নিয়ে বলার এক্তিয়ার শুধু ভারত সরকারেরই আছে। সেই প্রসঙ্গেই মমতা বিদেশ মন্ত্রককে আক্রমণ করেন। মমতার মন্তব্যে আপত্তি জানায় ঢাকাও। বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী হাসান মাহমুদ বলেছিলেন, “মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি সম্মান রেখেই বলতে চাই, তাঁর ওই বক্তব্যের জেরে বিভ্রান্তি ছড়িয়েছে।” পাশাপাশি তিনি এ-ও জানান, এ ব্যাপারে ভারত সরকারকে ‘নোট’ দেওয়া হয়েছে। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদ জানিয়েছিলেন, অনুপ্রবেশকে বৈধতা দিতে চাইছেন মমতা।

‘কেন এফআইআর মহুয়ার বিরুদ্ধে?’

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৬ জুলাইঃ জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন রেখা শর্মার বিরুদ্ধে তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রের ‘কুরুচিকর’ মন্তব্যের অভিযোগ সংক্রান্ত মামলায় দিল্লি পুলিশকে নোটিস পাঠাল দিল্লি হাই কোর্ট। মহুয়া তাঁর বিরুদ্ধে দায়ের করা এফআইআর বাতিলের জন্য দিল্লি হাই কোর্টে যে আবেদন জানিয়েছিলেন, তারই প্রেক্ষিতে দিল্লি পুলিশকে নোটিস পাঠিয়ে অবস্থান স্পষ্ট করার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি নীনা বনসল কৃষ্ণ। আগামী ৬ নভেম্বর ওই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে। উত্তরপ্রদেশের হাথরসে একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যুর ঘটনার পরে এক্স হ্যান্ডলে কৃষ্ণনগরের তৃণমূল সাংসদ মহুয়া জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন রেখার বিরুদ্ধে কুরুচিকর মন্তব্য করেছিলেন বলে অভিযোগ। তাঁর ওই মন্তব্য সাংবিধানিক পদের মর্যাদা হানি করেছে অভিযোগ করে দিল্লি পুলিশের কাছে এফআইআর দায়ের হয়েছিল মহিলা কমিশনের তরফে। সেই এফআইআর খারিজের দাবিতে দিল্লি হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন মহুয়া। মহুয়ার আইনজীবী ইন্দিরা জয়সিংহ হাই কোর্টে অভিযোগ করেছিলেন, পুলিশের কাছে লিখিত আবেদন করা সত্ত্বেও, তাঁকে এফআইআরের কোনও প্রতিলিপি দেওয়া হয়নি। এর পরে, দিল্লি পুলিশের আইনজীবী এফআইআরের একটি প্রতিলিপি ইন্দিরাকে হস্তান্তর করেন। তাতে দেখা গিয়েছে, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের নিয়ন্ত্রণাধীন দিল্লি পুলিশ ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ৭৯ ধারায় মহুয়ার বিরুদ্ধে মামলা করেছে।

‘সেনাকে দুর্বল করতে চাইছে বিরোধীরা’

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৬ জুলাইঃ কার্গিল বিজয় দিবসের কর্মসূচিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর সরকারের অগ্নিপথ প্রকল্পের বিরোধিতা করায় বিরোধীদের সমালোচনা করেছিলেন। তাঁর সেই মন্তব্যের জবাবে পাল্টা সুর চড়াল কংগ্রেস। শুক্রবার কার্গিলের অদূরে দ্রাসে যুদ্ধ স্মারক (ওয়ার মেমোরিয়াল) পরিদর্শনের পরে আয়োজিত সভায় বক্তৃতা করতে গিয়ে মোদী বলেন, “দুর্ভাগ্যবশত, জাতীয় নিরাপত্তার সঙ্গে সম্পর্কিত এমন একটি স্পর্শকাতর বিষয়কে কিছু মানুষ রাজনীতির বিষয় বানিয়েছেন। সেনাবাহিনীর এই সংস্কার নিয়েও কেউ কেউ তাঁদের ব্যক্তিগত স্বার্থে মিথ্যার রাজনীতি করছেন।” ভারতীয় সেনার গড় বয়স কমানোর লক্ষ্যেই তাঁর সরকারের এই পদক্ষেপ বলে দাবি করেন প্রধানমন্ত্রী। পাশাপাশি, দ্রাসের ওই সভায় ব্যয়সঙ্কোচের উদ্দেশে অগ্নিপথ প্রকল্প চালু করার অভিযোগ খারিজ করেন মোদী। তিনি বলেন, “কিছু লোক এমন ভুল ধারণাও ছড়াচ্ছেন যে সরকার পেনশনের টাকা বাঁচাতে এই স্কিম নিয়ে এসেছে। আমি এমন লোকদের জিজ্ঞাসা করতে চাই, আজকের নিয়োগকারীদের জন্য পেনশনের প্রশ্ন ৩০ বছর পরে উঠবে। সরকার কেন এখনই সিদ্ধান্ত নেবে?” কার্গিল বিজয় দিবস কর্মসূচিতে মোদীর মন্তব্যের পরে কংগ্রেস সাংসদ কার্তি চিদম্বরম বলেন, “প্রধানমন্ত্রী বলছেন যে আমরা বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছি। তিনি ৩০ বছর পরে কী হবে, তা নিয়ে কথা বলছেন। এই অগ্নিবীরদের চার বছর পরে কী হবে তা নিয়ে তাঁর কথা বলা উচিত।”

কেন্দ্রীয় বৈঠকে যোগদান নিয়ে ব্যাখ্যা দিলেন মমতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৬ জুলাইঃ নীতি আয়োগের বৈঠকে যোগ দেওয়ার ব্যাপারে একসঙ্গে সিদ্ধান্ত হলে অন্য কিছু ভাবা যেত। শুক্রবার দিল্লি পৌঁছে সাংবাদিকদের সঙ্গে চা-চক্রে এমনটাই বললেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে নীতি আয়োগের বৈঠক রয়েছে। বিরোধী জোটের মুখ্যমন্ত্রীদের প্রায় সকলেই তা বয়কট করলেও সেই বৈঠকে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মমতা। তিনি জানিয়েছেন, নীতি আয়োগের বৈঠকে ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনও যোগ দিতে পারেন। যা নিয়ে জোর আলোচনা শুরু হয়েছে জাতীয় রাজনীতিতে। ‘ইন্ডিয়া’র অন্দরে ‘নীতিগত বিরোধ’ নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। প্রশ্ন ওঠে বিরোধী শিবিরের শরিকদের মধ্যে সমন্বয় নিয়েও। তার প্রেক্ষিতে শুক্রবার দিল্লিতে চাণক্যপুরীর নতুন বঙ্গভবনে মমতা বলেন, “নীতি আয়োগের বৈঠকে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত বাজেট পেশের আগেই নিয়েছিলাম। কিন্তু সবাই মিলে আলোচনা করে যদি কোনও সিদ্ধান্ত হত, তা হলে অন্য কিছু ভাবতাম।” মুখ্যমন্ত্রী মমতা নীতি আয়োগের বৈঠকে যোগ দেবেন কি না, তা নিয়ে গত দু’দিন ধরেই নানাবিধ জল্পনা চলছিল। বিরোধী জোটের অন্য মুখ্যমন্ত্রীরা একে একে বৈঠকে যোগ না-দেওয়ার কথা আগেই ঘোষণা করে দিয়েছিলেন। মমতাও সেই পথে হেঁটে বৈঠক বয়কট করবেন কি না, প্রশ্ন ছিল তা নিয়ে। তৃণমূলের অবশ্য দাবি, ‘কেন্দ্রীয় বঞ্চনা’র কথা সর্বসমক্ষে তুলে ধরতে শুরু থেকেই বৈঠকে যোগ দেওয়ার ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। ‘ইন্ডিয়া’র শরিকদের বৈঠকে তা জানিয়েও দেওয়া হয়েছিল দলের তরফে। কিন্তু বিষয়টি নিয়ে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ্যে কোনও মন্তব্য না করায় যে ধোঁয়াশা তৈরি হয়, তা দূর হয় শুক্রবার দুপুরে। দিল্লির উদ্দেশে রওনা দেওয়ার আগে কলকাতা বিমানবন্দরে দাঁড়িয়ে মমতা নিজেই জানান, শনিবার তিনি নীতি আয়োগের বৈঠকে যোগ দেবেন। যোগ দিতে পারেন হেমন্তও। কলকাতা থেকে দিল্লির উদ্দেশে রওনা দেওয়ার সময়েই নীতি আয়োগের বৈঠকে যোগ দেওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করেছিলেন মমতা। দিল্লিতেও একই কথা বলেন তিনি। মমতার অভিযোগ, কেন্দ্রীয় সরকার ‘বিমাতৃসুলভ’ আচরণ করছে।

আনন্দ সংবাদ

মানভূম সংবাদের প্রকাশনায়

‘আমার মনে থাকা কথা’—বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
‘সময়ের অবলোকন’ —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
‘জনপথে অন্নদাতা’ —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
‘দিশাহীন পথে’ —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
‘পরিবীক্ষণ’ —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
‘অন্বীক্ষা’ —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী

সাহিত্য সংস্করণ

‘শিকড়হীন বৃক্ষ’— সম্পাদক- বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
‘ঝুমুরের ঝংকার’— সম্পাদক- বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
‘জল ও জীবন’— সম্পাদক- বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
মানভূম মহালয়া-১৪২৯—সম্পাদক- বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী

এই গ্রন্থগুলি মানভূম সংবাদ দপ্তর থেকে অথবা অনলাইনে অ্যামাজন, ফ্লিপকার্ট থেকে সংগ্রহ করা যাবে।

শিল্প-বাণিজ্য

সম্পদ তৈরিই লক্ষ্য, বিলগ্নিতে জোর নয় কেন্দ্রের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৬ জুলাইঃ লোকসভা ভোটের কিছু দিন আগে থেকেই রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বেসরকারিকরণ নিয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এ বার নির্বাচনে বিজেপি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়ায় সেই পথ থেকে তাঁর সরকার পুরোপুরি সরে আসবে কি না, তা নিয়ে জল্পনা ছিল। বিশেষত যখন গত ১০ বছরে এক-দু'বার ছাড়া নিজেদের স্থির করা বিলগ্নির লক্ষ্যই ছুঁতে পারেনি কেন্দ্র। বৃহস্পতিবার সেই জল্পনা কিছুটা মিলিয়ে লগ্নি ও সরকারি সম্পদ পরিচালন দফতরের (দীপম) সচিব তুহিনকান্ত পাণ্ডে জানালেন, শুধু স্থির করা লক্ষ্যমাত্রা ছোঁয়ার জন্য বিলগ্নিকরণে জোর দেওয়া হবে না। বরং রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার উন্নত পরিচালনার হাত ধরে তাদের বাজার দর বাড়ানো এবং আর্থিক স্বাস্থ্য ফেরানোই হবে কেন্দ্রের লক্ষ্য। পাণ্ডের দাবি, বাজারে নথিভুক্ত ৭৭টি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা, ব্যাঙ্ক, বিমা সংস্থার মোট শেয়ারমূল্য (মার্কেট ক্যাপিটালাইজ়েশন) দাঁড়িয়েছে ৭৩ লক্ষ কোটি টাকা। তিন বছরে তা বেড়েছে চার গুণ। জীবনবিমা নিগম বা এলআইসি-র বাজারমূল্য পৌঁছেছে ৭.২ লক্ষ কোটি টাকায়। সংস্থাগুলির পারফরম্যান্স, মূলধনের উন্নতি হয়েছে। সংস্থার স্বাস্থ্যের সঙ্গে যুক্ত রেখে উৎসাহ ভাতা দেওয়া হচ্ছে। লগ্নিকারীরা তার দিকে নজর রাখছেন। রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা সম্পর্কে তাদের ধারণা বদলাচ্ছে। পাণ্ডের কথায়, "বিলগ্নিকরণ প্রক্রিয়া রয়েছে শুধু সাহায্যের জন্য। এটা সম্পদ পরিচালনার কৌশলের অংশ মাত্র। কিন্তু মূল কৌশল নয়। বিলগ্নিই আসল হলে সেটা অর্থনীতি পরিচালনার অংশ হয়ে উঠত। সরকারি সম্পদ পরিচালনার নয়। এখন আমরা সম্পদ তৈরিতেই জোর দেব।" সচিবের প্রশ্ন, "শেয়ার বাজারকে বিশ্বাস করব না কেন? এটা বলতে পারি না যে, এই হল লক্ষ্য। সেটা মেনেই শেয়ার বেচতে হবে। এই ভাবে কাজ করে এর আগে কোনও লাভ হয়নি।" লোকসভা ভোটের কিছু দিন আগে থেকেই রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বেসরকারিকরণ নিয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। নির্বাচনে বিজেপি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়ায় সেই পথ থেকে তাঁর সরকার পুরোপুরি সরে আসবে কি না, সেই প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে বিভিন্ন মহলে। যদিও অর্থনীতিবিদদের অধিকাংশেরই মত, কেন্দ্র পিছোলেও ক্ষতি হবে না অর্থনীতির। তবে এই সিদ্ধান্তের পিছনে ভোটই কারণ হলে আগামী দিনে শ্রম আই সংশোধন-সহ বেশ কিছু বিষয়ের উপরেই প্রশ্নচিহ্ন ঝুলতে পারে পারে বলে ধারণা শিল্প মহলের একাংশের। যদিও অন্য অংশ বলছেন, গত ক'বছরে বিলগ্নির লক্ষ্য পূরণ না হওয়াই এই নীতি বদলের ভাবনার মূল কারণ।

স্বস্তি দিয়েছে ডিভিডেন্ড, বিলগ্নি তাই ধীরেসুস্থেই

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৬ জুলাইঃ গত এক দশকে বিলগ্নিকরণের মাধ্যমে ৫.২ লক্ষ কোটি টাকা রাজকোষে এনেছে কেন্দ্র। কিন্তু তা লক্ষ্যমাত্রার ধারেপাশে পৌঁছয়নি। লোকসভা নির্বাচনের আগে চলতি অর্থবর্ষের (২০২৪-২৫) অন্তর্বর্তী বাজেটে বিলগ্নিকরণ খাতে ৫০,০০০ কোটি টাকা ধরে রেখেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে, সেই লক্ষ্যমাত্রাও পূরণ হবে কি? মূল্যায়ন সংস্থা কেয়ার রেটিংসের বিশ্লেষণ, রিজ়ার্ভ ব্যাঙ্কের থেকে ইতিমধ্যেই ২.১ লক্ষ কোটি টাকা ডিভিডেন্ড পেয়েছে সরকার। ফলে বিলগ্নিকরণ খাতে লক্ষ্যমাত্রা ছোঁয়ার চাপ অনেকটা কমে গিয়েছে। তাই কর্মসূচির ক্ষেত্রে ধীরেসুস্থে, সতর্ক পদক্ষেপে এগোতে পারবে তারা। দু'টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের বেসরকারিকরণ এবং আইডিবিআই ব্যাঙ্কে নিজেদের অংশীদারি ছেড়ে দেওয়ার কথা অনেক দিন ধরেই বলে আসছে সরকার। কিন্তু সেই লক্ষ্যে এক চুলও এগোনো যায়নি। সাম্প্রতিক অতীতে উল্লেখযোগ্য বেসরকারিকরণ বলতে এয়ার ইন্ডিয়া বিক্রি। কেয়ার রেটিংস তাদের রিপোর্টে বলেছে, "রিজ়ার্ভ ব্যাঙ্কের থেকে কেন্দ্র বিপুল ডিভিডেন্ড পেয়েছে। ফলে তাদের আর্থিক অবস্থা এখন স্বচ্ছল। ফলে বড় অঙ্কের বিলগ্নিকরণের জন্য এখন তাদের মরিয়া ভাবে না ঝাঁপালেও চলবে। তবে যদি কোথাও ঘাটতি হয়, তা হলে সরকারি সম্পদকে কাজে লাগিয়ে আয়ের রাস্তা খোলা রয়েছে।" রিপোর্টে বলা হয়েছে, শিপিং কর্পোরেশনের হাতে থাকা জমিগুলিকে বিচ্ছিন্ন করে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাটি বিক্রি করতে চায় কেন্দ্র। বাজারের অবস্থা অনুকূল হলে চলতি অর্থবর্ষেই তা করতে চাইবে কেন্দ্র। নিজেদের পুরো অংশীদারি বিক্রি করলে ১২,৫০০-২২,৫০০ কোটি টাকা আসতে পারে তাদের হাতে। এর পরে রয়েছে কনকর এবং পবন হংস। ফলে বিলগ্নিকরণের জন্য সংস্থা চিহ্নিত হয়েই রয়েছে। তবে এ ব্যাপারে সতর্ক ভাবেই এগোবে সরকার। গত অর্থবর্ষের (২০২৩-২৪) জন্য কেন্দ্রকে ২.১১ লক্ষ কোটি টাকা লভ্যাংশ (ডিভিডেন্ড) দিয়েছে রিজ়ার্ভ ব্যাঙ্ক। যা দেশের জিডিপির প্রায় ০.৬%। কেন্দ্রের প্রত্যাশার প্রায় দ্বিগুণ। গত ফেব্রুয়ারিতে ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের অন্তর্বর্তী বাজেটে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন ওই খাতে ১.০২ লক্ষ কোটি টাকা পাওয়া যাবে ধরে হিসাব কষেছিলেন। আন্তর্জাতিক মূল্যায়ন সংস্থা ফিচ মনে করে, বিপুল এই ডিভিডেন্ড ধারাবাহিক ভাবে চালিয়ে যাওয়া শীর্ষ ব্যাঙ্কের পক্ষে সম্ভব হবে না। তবে এই অর্থ রাজকোষ ঘাটতিকে লক্ষ্যমাত্রার (৫.১%) কাছাকাছি নামিয়ে আনতে সাহায্য করবে। এমনকি, বাজেট ঘোষণার থেকে তা আরও কমিয়ে আনা সম্ভব। সরকার এই ডিভিডেন্ড কোন খাতে ব্যয় করবে— ঘাটতি কমাতে নাকি খরচ বৃদ্ধিতে? এই প্রশ্নেই আগ্রহ বাড়ছে সংশ্লিষ্ট মহলের। আবার এই অর্থ পুরোপুরি রিজ়ার্ভ ব্যাঙ্কের মুনাফা থেকে এসেছে, নাকি আপৎকালীন তহবিলেও হাত পড়েছে, প্রশ্ন রয়েছে তা নিয়েও। শীর্ষ ব্যাঙ্কের অবশ্য দাবি, এই টাকা তাদের মুনাফারই অংশ। ফিচের বক্তব্য, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মুনাফার অন্যতম উৎস বিদেশি মুদ্রার বিনিয়োগ থেকে আয়। তা ছাড়াও রয়েছে কোষাগারের অর্থ লগ্নি। পাশাপাশি, মুদ্রার বিনিময় হারের উপরেও তা অনেকটা নির্ভর করে।

সোনা (১০গ্রাম): ৬৭৯৮৪
রূপা (১ কেজি) : ৮১৪৯৬
ডলার (ইউ এস): ৮৩.৭০

শেয়ার বাজারের হালচাল

সেনসেক্স—	৮১৩৩২.৭২
নিফটি—	২৪৮৩৪.৮৫
ন্যাসডাক—	১৭১৮১.৭২
এ.সি.সি—	২৬১৩.৬০
ভারতী টেলি—	১৫১৪.৭০
ভেল—	৩১৭.২৫
এল এন্ড টি—	৫২১০.০০
টাটা মোটর্স—	১১১৮.৪০
টি.সি.এস.—	৪৩৮৭.১৫
টাটা স্টিল—	১৬২.৬০
ডাবর—	৬৩২.৯৫
গোদরেজ—	৮৯৭.০০
এইচ.ডি.এফ.সি. –	১৬১৭.৮০
আই.টি.সি.—	৫০২.৬০
ও.এন.জি.সি.—	৩৩১.২৫
সিপলা —	১৫৭৮.২৫
গ্রাসিম ইন্ডা—	২৮৫০.৪০
এইচ.সি.এল.টেক—	১৬৩৪.২০
আইসিআইসিআইব্যাঙ্ক—	১২০৭.৭০
সেল—	১৪৭.৪৫
স্টেট ব্যাঙ্ক—	৮৬২.৯৫
সিমেন্স—	৬৯২৮.৩৫
ফাইজার—	৫২২৩.৩৫
ইউনিটেক—	১১.৬২
উইপ্রো—	৫২৫.০০
ডা. রেড্ডি–	৬৮৯২.১৫
মারুতি—	১২৬৬৫.০০
র‍্যানবক্সি—	৮৫৯.৯০
অ্যাক্সিস ব্যাংক—	১১৭৭.৬০
টি সি আই —	৯৮২.০০
মহানগর টেলি —	৯৭.০৮
ম্যাঙ্গালোর রিফা—	২১৪.৮০
আই পি সি এল—	৪৮৩.১০

আজকের দিন

আজ ২৭ জুলাই

১৮০৯ তালাবেরার যুদ্ধ। এই যুদ্ধ নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার কয়েকটি বিষয় নিয়ে সংঘর্ষের পরিণাম। এই যুদ্ধের ফলেই অস্ট্রেলিয়ার অ্যাডিলেড শহরটির জন্ম হয়। এই শহরটি অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ দিকে। বর্তমানে দেশের রাজধানী। জনসংখ্যা মোটামুটি সাড়ে ৫ লাখ।

১৮৭০ ইংরেজ সাহিত্যিক হিলিয়ার বেলকের জন্ম। তিনি একদিকে কবি, প্রবন্ধকার, উপন্যাসলেখক, ঐতিহাসিক এবং জীবনীকার। তাঁর বিখ্যাত বইগুলির মধ্যে আছে অন নাথিং, রিচেলিয়েন, দ পাথ টু রোম, দ ব্যাড চাইল্ডস বুক অব বিস্টস, মিস্টার ইম্যানুএল বার্ডেন, দ ফোর মেন ইত্যাদি। **১৯৫৩** সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

১৯৫৩ উত্তর কোরিয়া ও রাষ্ট্রসংঘের মধ্যে একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এর ফলে দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে উত্তরের যে যুদ্ধ চলছিল তার কিছুটা বিরতি হয়। অবশ্য এতেও কোনও কাজ হয়না। কারণ উত্তর কোরিয়া কোনও সময়ই যুদ্ধের শর্ত মেনে চলে না। কানাইলাল ভট্টাচার্য এই দিন শহিদিবরণ করেন। তাঁকে নিয়েই রাম বসু নামে কবি লিখেছিলেন, কানাইলালের মা আমার ক্ষুদিরামের মা/ জননী যন্ত্রণা আমার/ জননী যন্ত্রণা।

বিজ্ঞাপনের যোগাযোগের ঠিকানা

ফাল্গুনি মাহান্তি, বাঁকুড়া, ফোন- ৯৪৩৪৩৯৩১৮২
বিনয় রায়, বাঘমুন্ডি, ফোন: ৯৭৩২১৭৪৮৭২ /৭৬০২৩৪৫১৫০
আশীষ ব্যানার্জী, রঘুনাথপুর, পুরুলিয়া, ফোনঃ ৯৭৩২১৩৯৩৩৫
রবীন্দ্রনাথ বল, নেতুড়িয়া, ফোন: ৯৯৩৩৪১৪৩১৭

শব্দজাল- ৬০০২

১	২		৩	৪		৫	
৬		৭		৮	৯		
	১০		১১				
১২			১৩	১৪		১৫	
	১৬	১৭				১৮	
				১৯	২০		
২১	২২		২৩		২৪		২৫
			২৬			২৭	

পাশাপাশি ঃ- ১) বর্তুলাকার ৩) বুটের গুঁড়ো ৬) মিথ্যা প্রচার ৮) চিনি ও কাগজি দিয়ে তৈরি পানীয় ১০) ..... কোন গগনে উড়ে চলে ১২) পোড়ানো ১৩) দরজার গায়ে লাগানো কামারশালায় তৈরি লোহার কবজা বিশেষ ১৬) চলচলাট ১৮) উল্টে সাজ ১৯) ললাট ২১) ঐক্যমত ২৪) মানুষ ২৬) চল ২৭) নিম্নাংশ। **উপরনীচ** ঃ-১) কবরস্থান ২) ভ্রমণকালে সঙ্গের বেডিং পত্র ৪) কথায় বলে ব্রাহ্মণের রাগতো এর আগুন যেমন ৫) উত্তাপ ৭) নর্দমা ৯) রঙ্গবাজ ১১) শিবিকা বাহক ১৪) সমতুল্য ১৫) লাজে রাঙ্গা ১৭) এতো ধর্মের কথা শোনে না ২০) প্রান্ত ভাগ ২২) ভগ্নাংশের এক অংশ ২৩) নৌকা ২৫) তাকত

উত্তর - ৬০০১

পাশাপাশি ঃ-(১) করকমল (৫) খেদ (৬) তামিল (৭) লীলাক্ষেত্র (৯) ঠিকানা (১০) হাজির (১২) তারহীন (১৪) রনপা (১৬) বীনা (১৭) শাহজাহান। **উপরনীচ** ঃ- (১) কদলী (২) কর্মক্ষেত্র (৩) লতা (৪) হলফনামা (৮) মহাকরন (১১) তরতাজা (১৩) নবীন (১৫) পাশা।

আজকের দিন

বেনীমাধব শীলের মতে

১১ শ্রাবণ, ভাঃ ৫ শ্রাবণ, **২৭ জুলাই** ১১ শাওন, সংবৎ ৭ শ্রাবণ বদি, ২০ মহরম। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৮, সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।২০। **শনিবার,** সপ্তমী রাত্রি ঘ ১২।৫৬ মিঃ। রেবতীনক্ষত্র অপরাহ্ন ঘ ৫।২১ মি। সুকর্ম্মাযোগ দিবা ঘ ৬।৩৪ পরে ধৃতিযোগ রাত্রি ঘ ৩।৩৪ মিঃ। বিষ্টিকরণ, দিবা ঘ ২।৯ গতে ববকরণ, রাত্রি ঘ ১২।৫৬ গতে বালবকরণ। **জন্মে**—মীনরাশি বিপ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী শুক্রের ও বিংশোত্তরী বুধের দশা, অপরাহ্ন ঘ ৫।২১ গতে মেষরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ বিংশোত্তরী কেতুর দশা। **মৃতে**— দ্বিপাদদোষ। **যোগিনী**- বায়ুকোণে রাত্রি ঘ ১২।৫৬ গতে ঈশানে। **কালবেলাদি**- ঘ ৬।৪৭ মধ্যে ও ১।২৩ গতে ৩।২ মধ্যে ও ৪।৪১ গতে ৬।২০ মধ্যে। **কালরাত্রি**- ঘ ৭।৪১ মধ্যে ও ৩।৪৭ গতে ৫।৯ মধ্যে। **যাত্রা**-নাই। **শুভকর্ম্ম**-দিবা ঘ ১২।৫৭ গতে অপরাহ্ন ঘ ৪।৪১ মধ্যে। **বিবিধ**-সপ্তমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডণ।

আপনার ভাগ্য

মেষ- বৈরাগ্যভাব। **বৃষ**-ব্যবসায় মন্দা। **মিথুন**-অপমানিত। **কর্কট**- প্রত্যাশা পূরণ। **সিংহ**- মুক্তি। **কন্যা**-সুনামহানি। **তুলা**- অর্থাপহরণ। **বৃশ্চিক**-প্রীতিসঙ্গ। **ধনু**-আলস্যে ক্ষতি। **মকর**- হঠাৎ প্রাপ্তি। **কুম্ভ**- পরিবহন ব্যবসায় লাভ। **মীন**-সাফল্যের ইঙ্গিত।

আগামীকাল

মেষ- সর্পভয়। **বৃষ**-গৃহ সংস্কারে ব্যয়। **মিথুন**-মিথ্যাপবাদ। **কর্কট**-প্রিয়জন থেকে আঘাত। **সিংহ**- অপব্যয়। **কন্যা**-আশাপূরণ। **তুলা**- ভোগবিলাস। **বৃশ্চিক**-অহঙ্কারে ক্ষতি। **ধনু**-শরিকি বিবাদ। **মকর**- উচ্চাশা। **কুম্ভ**- কর্ম্মে সাফল্য। **মীন**-স্বার্থত্যাগ।

ফিরহাদের মন্তব্যে বিজেপির প্রস্তাবে না অধ্যক্ষের, গীতা হাতে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৬ জুলাইঃ দুর্ভাগ্যের শিকার হয়ে মানুষ ইলসাম ভিন্ন অন্য ধর্মে জন্মগ্রহণ করে। রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের এই মন্তব্যের প্রতিবাদে বিধানসভায় বিজেপির আনা প্রস্তাবকে কেন্দ্র করে ধুন্ধুমার। শুক্রবার বিধানসভার বাদল অধিবেশনে ফিরহাদের বক্তব্যের বিরুদ্ধে প্রস্তাব আনার দাবি জানায় বিজেপি। যদিও তাতে অনুমোদন দেননি স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপর বিধানসভা কক্ষ থেকে বিক্ষোভ দেখাতে দেখাতে বেরিয়ে যান বিজেপি বিধায়করা। বিধানসভার বাইরেও বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন তাঁরা। ফিরহাদ হাকিমকে মন্ত্রিসভা থেকে বরখাস্ত না করা পর্যন্ত আন্দোলন চলবে বলে জানান বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এদিন ফিরহাদের বিরুদ্ধে বিজেপির আনা প্রস্তাব খারিজ করে দেন স্পিকার। তিনি বলেন, এ নিয়ে বিধানসভায় আলোচনা করার কিছু নেই। এর পরই পকেট থেকে শ্রীমদ্ভগবৎ গীতা বার করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন বিজেপি বিধায়করা। 'হিন্দু বিরোধী সরকার আর নেই দরকার' বলে স্লোগান তোলেন। বিক্ষোভ দেখাতে দেখাতে বিধানসভার বাইরে বেরিয়ে আসেন তাঁরা। বাইরেও এক দফা বিক্ষোভ দেখান। এরপর বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'ফিরহাদ হাকিম সৌজন্য অডিটোরিয়ামে আল ইন্ডিয়া কোরান প্রতিযোগিতায় গিয়েছিলেন মন্ত্রী ও মেয়র হিসাবে। উনি সংবিধানিকে সামনে রেখে শপথ নিয়েছেন। তার কোনও অধিকার নেই হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, জৈন, পার্শি, শিখদের অপমান করার। স্পিকারকে বলেছিলাম ওনাকে ক্ষমা চাইতে হবে। ফিরহাদ হাকিমকে মন্ত্রিসভা থেকে বরখাস্ত করতে হবে। নইলে আমরা বাংলা জুড়ে আন্দোলন করব।'

সম্প্রতি একটি ইসলামি সংস্থার অনুষ্ঠানে যোগদান করে ফিরহাদ হাকিম বলেন, 'ইসলামে যারা জন্মগ্রহণ করেননি তারা দুর্ভাগ্যের শিকার। আমাদের তাদেরকে ইসলামে আমন্ত্রণ জানাতে হবে। এভাবে একজনকেও ইসলামে আনতে পারলে আল্লাহর কৃপা পাওয়া যাবে।'

দেহ ব্যবসার অভিযোগে মন্দারমণির হোটেল থেকে আটক ৬ যুবতী, ১২ যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব মেদিনীপুর, ২৬ জুলাইঃ হাত বাড়ালেই সমুদ্র, বিলাসবহুল হোটেলের ঘরে বসেই শোনা যাচ্ছে গর্জন! মদের গ্লাস হাতে রাতভর পার্টি! মন্দারমণির এই ছবিটা বড্ড চেনা অনেকেরই। উইকএন্ড ডেস্টিনেশন হিসাবে দিঘা-উদয়পুর-শঙ্করপুরের পাশাপাশি গত কয়েক বছরে বেশ জনপ্রিয় হয়েছে মন্দারমণিও। কিন্তু, এখানেই রমরমিয়ে চলছে দেহ ব্যবসা। অভিযোগটা আসছিল দীর্ঘদিন থেকেই। দিন হোক বা গভীর রাত, আনাগোনা বাড়ছে অচেনা সব মহিলাদের। জাঁকিয়ে বসছে মধুচক্রের কারবার। পুরোটাই হচ্ছে প্রশাসনের নাকের ডগায়। অভিযোগ, পুরো কারবারেই সরাসরি যোগ রয়েছে হোটেলগুলিরও। হোটেলে আগত গেস্টদের চাহিদা মতো তরুণীদের আনছেন হোটেলের কর্মীরাই। পাচ্ছেন কমিশন। এরইমধ্যে এবার সেই মন্দিরমণিতেই একাধিক হোটেলে রাতভর চলল পুলিশি অভিযান।

গোপন সূত্রে সেই খবর গিয়ে পৌঁছায় মন্দারমণি থানার পুলিশের কাছে। তারপরই তৈরি অ্যাকশন প্ল্যান। রাতেই অভিযান চলে দু'টি হোটেলে। তাতেই এল সাফল্য। আটক করা হয় ৬ তরুণী ও ১২ জন যুবককে। সূত্রের খবর, সকলেই মধুচক্রের কারবারের সঙ্গে যুক্ত। ঘটনায় শোরগোল পড়ে গিয়েছে গোটা মন্দারমণিজুড়েই। প্রশ্নের মুখে হোটেল-রিসর্টগুলির সামগ্রিক ব্যবস্থা। এমন অভিযান আগামীদিনে বারবার চালানো হবে বলে জানিয়েছেন ডিএসপি ডি এন্ড টি আবুনুর হোসেন।

এটিএম কাউন্টারে সাহায্য করে দেওয়ার নাম করেই প্রতারণা, লুঠ দু' লক্ষ টাকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আসানসোল, ২৬ জুলাইঃ নতুন নতুন পন্থা অবলম্বনে কোনও শেষ নেই। প্রতারণা রুখতে কড়া পদক্ষেপ করছে প্রশাসন। গ্রাহকদের সচেতন করা হচ্ছে। গ্রাহকরা সচেতন হচ্ছেনও। ওটিপি শেয়ার করা থেকে বিভিন্ন 'ফ্রড কল এন্টারটেনিং' কমেছে, বলছেন সাইবার বিশেষজ্ঞরাই। কিন্তু তারপরও প্রতারিত হচ্ছেন গ্রাহকরা, বুঝতে না পেরেই। এটিএম কাউন্টারে সাহায্য করে দেওয়ার নাম করেই প্রতারণার অভিযোগ উঠল আসানসোলের মুর্গাসেলে। ডামি এটিএম দিয়ে লুঠ হয়ে গেল দু' লক্ষ টাকা, ঘুণাক্ষরে টেরই পেলেন না গ্রাহক। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, জামুড়িয়ার নিঘা এলাকার বাসিন্দা বিকাশচন্দ্র মণ্ডল। তিনি দু'দিন আগে বাড়ির অদূরের কাউন্টারেই গিয়েছিলেন টাকা তুলতে। তাঁর বয়ান অনুযায়ী, তিনি যখন কাউন্টারে ঢোকেন, দুই প্রতারক আগে থেকেই সেখানে ছিলেন। তাঁদের হাবভাব ছিল সাধারণ গ্রাহকের মতোই। ওই কাউন্টারে দুটো মেশিন ছিল। বিকাশ জানান, তিনি কাউন্টারে ঢুকতেই তাঁকে ওই দুজন গাইড করে বলেন, 'ওই মেশিনটায় যান, এই মেশিনে টাকা বেরোচ্ছে না। দেখুন না আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি।' বিকাশের দাবি, তাঁকে যে মেশিনটায় পাঠিয়েছিল প্রতারকরা, আগে থেকে সেটাই খারপ ছিল। আর সেটা জেনেই পাঠিয়েছিল প্রতারকরা। এবার তিনি মেশিনে কার্ড পাঞ্চ করেন, কিন্তু টাকা বেরোচ্ছিল না। অভিযোগ, প্রতারকরা তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন। 'কার্ডটা দিন দেখি' বলে পাঞ্চ করেন। অভিযোগ, তখনই প্রতারকরা কার্ড পরিবর্তন করে নিজেদের কার্ড মেশিনে পাঞ্চ করেন। আর বিকাশকে বলেছিলেন পিন নম্বরটা দিতে। বিকাশ পিন দেন, কিন্তু টাকা বেরোয় না। তখন কার্ড নিয়ে নিজেই চলে আসেন বাড়িতে। বিকাশের দাবি, বাড়িতে ফেরার পরই তাঁর মোবাইল নম্বরে মেসেজ ঢুকতে থাকে। তখনই দেখেন, পরপর কয়েক দফায় দু'লক্ষ টাকা তুলে নেওয়া হয়েছে। বিকাশ পুলিশের কাছে গেলে তদন্ত শুরু হয়। তদন্তে নেমে পুলিশ ওই কাউন্টারের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে ২ জনকে শনাক্ত করে। সাইবার থানায় পুরো বিষয়টি লিখিতভাবে জানিয়েছেন বিকাশ।

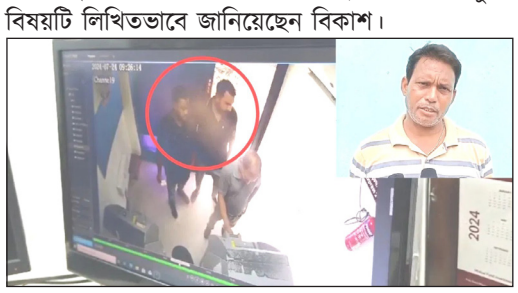

মমতার দেওয়া জমিও হয়ে যাচ্ছে দখল! বড় আন্দোলনে নামছেন ভূমিহীনরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ২৬ জুলাইঃ প্রায় দশ বছর আগে একটি সরকারি অনুষ্ঠান থেকে ভূমিহীন বাসিন্দাদের হাতে পাট্টা তুলে দিয়েছিলেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। স্বপ্ন দেখেছিলেন এবার নিজের জমির উপর একটা বাড়ি হবে। কিন্তু কোথায় কী! অভিযোগ, এতগুলো বছর কেটে গেলেও মেলেনি জমি। ফলত ক্ষুব্ধ ভূমিহীনরা। চাইছেন জমি দিক সরকার নাহলে ফিরিয়ে নিক তাঁদের হাতে দেওয়া নথি। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বাঁকুড়ার বেলিয়াতোড়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা।

সালটা ২০১৩ ও ২০১৬। সেই সময় বাঁকুড়া জেলায় পৃথক দু'টি সরকারি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। সেই অনুষ্ঠানে ঘটা করে বেলিয়াতোড়ের মোট ১৮ জন ভূমিহীনের হাতে সরকারি পাট্টার জমির নথিপত্র তুলে দেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জমির এই পাট্টা তুলে দেওয়ার আগে সরেজমিনে কয়েকদফা সমীক্ষা করা হয়। ভূমিহীন উপভোক্তাদের চিহ্নিত করার পাশাপাশি ঠিক কোন এলাকায় জমি দেওয়া হবে তা চিহ্নিত করার প্রক্রিয়াও সেরে ফেলা হয়। এরপর ভূমিহীনদের হাতে পাট্টার নথি হিসাবে যে বন্দোবস্তপত্র তুলে দেওয়া হয় তাতে স্পষ্ট উল্লেখ থাকে মৌজার নাম, জে এল নম্বর, খতিয়ান নম্বর, দাগ নম্বর ও জমির পরিমাণ। যে ১৮ জন ভূমিহীন পরিবারের হাতে পাট্টার নথি তুলে দেওয়া হয়েছিল তাতেও তার অন্যথা হয়নি। কিন্তু গোল বাধে পাট্টা প্রাপকরা ওই জমির দখল নিতে গেলে। অভিযোগ, যে সরকারি জমির পাট্টার নথি তাঁদের দেওয়া হয়েছিল সেই জমি আগে থেকেই বেদখল হয়ে গিয়েছে নাকি। ফলত, বাস্তবে জমির দখল নিতে পারেননি পাট্টা প্রাপকরা। নিজেদের জমি পাওয়ার আশায় গত দশ বছর ধরে বিভিন্ন সরকারি দফতর ও শাসক দলের নেতাদের দরজায় দরজায় বিস্তর ছোটাছুটি করেছেন ওই আঠারোটি পরিবার। কিন্তু লাভের লাভ কিছুই হয়নি বলে দাবি তাদের। ফলত, এতদিন পরেও জমি না পাওয়ায় এবার পথে নেমেছেন ভূমিহীনরা। তাদের সাফ কথা 'হয় জমি দাও, নাহলে নথি ফেরত নাও'।

ভূমিহীনদের এই দাবিকে সমর্থন জানিয়ে পথে নেমেছে বিজেপি। পরিবারগুলির হয়রানির জন্য কাঠগড়ায় তুলেছে শাসক দল তৃণমূলকে। তাদের মদতেই ভূমিহীনদের দেওয়া জমি জবরদখল হয়েছে বলেও অভিযোগ তুলেছে বিজেপি। যদিও অভিযোগ উড়িয়ে তৃণমূলের দাবি বিষয়টি তাঁদের জানাই ছিল না। জানার পর দ্রুত পদক্ষেপ করা হবে।

পচা আলুর গন্ধে টেকা দায়! প্রতিবাদে রাস্তা অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি, ২৬ জুলাইঃ হিমঘরের ফেলা পচা আলু-পেঁয়াজের তীব্র দুর্গন্ধে টেকা দায়! পাশেই স্কুল, জনবসতি। কিন্তু বারবার বলা সত্ত্বেও টনক নড়েনি হিমঘর কর্তৃপক্ষের। অভিযোগ, স্থানীয় প্রশাসন-পঞ্চায়েতে জানিয়েও হয়নি কোনও কাজ। শেষে বাধ্য হয়ে আন্দোলনের পথে হাঁটলেন এলাকার লোকজন। যোগ দিলেন স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা থেকে পড়ুয়ারা। চলে রাস্তা অবরোধ। অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে আরামবাগ-কলকাতা রাজ্য সড়ক। ব্যাপক যানজট এলাকায়। আরামবাগের হরিণখোলা এলাকার হরাদিত্য। এখানেই রয়েছে মোহিনি কোল্ড স্টোরেজ। এলাকার লোকজনের অভিযোগ, হিমঘর থেকে প্রচুর পচা-আলু পেঁয়াজ বাইরে ফেলে রাখা হয়েছে। দুর্গন্ধে ঢেকেছে এলাকা। বারবার বলার পরেও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। সে কারণেই এদিন হিমঘরের সামনে স্কুলের পড়ুয়া থেকে অভিভাবকেরা অবস্থান বিক্ষোভে সামিল হলেন। স্কুলের ছোট ছোট পড়ুয়াদের এদিন রাস্তায় গুঁড়ি ফেলে অবরোধ করতে দেখা যায়। অবরোধের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে আরামবাগ থানার পুলিশ। পুলিশ এসে অবরোধ তুলে তুলে দেওয়ার চেষ্টা করে। কিছু সময়ের জন্য পুলিশের সঙ্গে তর্কাতর্কিও করতে দেখা যায় এলাকার বেশ কিছু বাসিন্দাকে। এরইমধ্যে স্টোর ম্যানেজারের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কিও শুরু হয়ে যায় এলাকার লোকজনের। শেষে পুলিশি হস্তক্ষেপে গোটা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

আমাদের কথা, আমাদের ভাষায়

সম্পাদকীয়

ইন্ডিয়ায় আছি, নেইও

আঞ্চলিক দলগুলির রাজনীতি নিজেদের দলের স্বার্থের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। দলের কোন ক্ষতি হবে বা সংখ্যা কমে যাবে এরকম কোন কাজ তারা করতে রাজি নয়। তেমনি জাতীয় দল অথচ আঞ্চলিক ক্ষমতা যাদের তারাও একই পথের পথিক। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী আগের দিন দিল্লী যাচ্ছি না ঘোষণা করলেন। আবার পরের দিন তিনি দিল্লী গেলেন। দিল্লীতে নিতি আয়োগের বৈঠকে মমতা ব্যানার্জী হাজির থাকবেন কিনা এখনও বোঝা না গেলেও ইন্ডিয়া জোট নিশ্চিত তিনি জোটের সঙ্গেই থাকবেন অর্থাৎ যাবেন না। এ রাজ্যের মানুষ ও বিজেপি নিশ্চিত মমতা ব্যানার্জী বৈঠকে যাবেন। তিনি নিজের স্বার্থ যেখানে বজায় থাকবে সেই কাজ ছাড়া অন্য কিছু করেন না। ইন্ডিয়া জোটে আছেন অথচ জোটের কোন সিদ্ধান্ত মানেন না। ইন্ডিয়া জোট সিদ্ধান্ত নিয়েছে নিতি আয়োগের বৈঠকে তাদের মুখ্যমন্ত্রীরা যোগ দেবেন না। তৃণমূল কংগ্রেস জোটে আছে কিন্তু নিতি আয়োগের বৈঠকে যাবেন কিনা খোলসা করেননি। কলকাতায় যা বলেন, দিল্লীতে গিয়ে পাল্টে যান। আবার দিল্লীতে যা বলেন, কলকাতায় এসে পাল্টে যান। সারা দেশের মধ্যে তিনি এমন একজন মুখ্যমন্ত্রী যাকে অন্যরা আনপ্রেডিক্টেবল বলেন। অভিযোগ একশ শতাংশ সত্য। ইন্ডিয়া জোট যখন গঠিত হয় সবকটি বৈঠকে মমতা ব্যানার্জী বা তৃণমূলের প্রতিনিধি হাজির ছিলেন। ভোট ঘোষণা হয়ে যাওয়ার পর তিনি বললেন পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল একাই লড়বে। অর্থাৎ জোট নেই। জোট হল কংগ্রেস ও সিপিএমের। সিপিএম না পাত্তা, কংগ্রেস কোন রকমে একটি আসন দখল করল। অন্য দিকে কেরলে সিপিএমের সাথে লড়াই কংগ্রেসের। সেখানেও জোট নেই। সারা দেশে সিপিএম জোটে ছিল, আছে। কেরলে বাদ,পশ্চিমবঙ্গেও বাদ।

সিপিএম ও তৃণমূলের সমস্যা হল দলের অস্তিত্ব একটি রাজ্যে, কেরলে সিপিএম, পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল। এই রাজ্যে জোট নেই। অদ্ভুত রাজনৈতির পরিস্থিতি তৈরী করেছে সিপিএম ও তৃণমূল কংগ্রেস। সিপিএম কেরল হারিয়েছে, তৃণমূল কংগ্রেস পশ্চিমবঙ্গে বেড়েছে। দল মনে করে কংগ্রেস সিপিএমের সাথে জোট হলে তৃণমূলের শক্তি কমে যেত,হারিয়ে যাওয়া সিপিএম একটি অন্তত আসন পেয়ে যেত, কংগ্রেস তিনটি আসন পেতই। তৃণমূল নেত্রী এই অঙ্কটি ভাল বোঝেন, তাই এ রাজ্যে জোট নয়। ২১শে জুলাই ময়দানে একই লাইনে তৃণমূল নেত্রী বসালেন বিজেপি, সিপিএম ও কংগ্রেসকে। তিনি ভুলে গেলেন এখন ভোট নেই। কংগ্রেসকে আক্রমণ করার কোন প্রয়োজন ছিল না। তা সত্ত্বেও বেশীদিন আগে ভোট হয়নি এখনও বাজার গরম আছে তাই কংগ্রেসকে ছাড়বেন কেন? কংগ্রেসের অবস্থা এই রাজ্যে অত্যন্ত শোচনীয় যদিও সিপিএমের মত নয়। একটি হলেও আসন তো পেয়েছে। কেরলে সিপিএমের এই দুর্দশা হবে জানাই ছিল। সিপিএম এখনও আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদের বস্তাপচা বুলি নিয়েই পড়ে আছে। নতুন করে চিন্তা ভাবনা করার কোন আগ্রহ নেই, তাই মানুষের আগ্রহ নেই তাদের প্রতি।

সকল কর্তব্যকর্মের নাম যজ্ঞ

কর্তব্য সাধনায় ভগবৎ প্রাপ্তি

সকলের অভিজ্ঞতার কথা

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।

'আমার প্রতি মন নিমনগ করো, আমাকে ভজনা করো, আমাকে পূজা করো, আমাকেই নমস্কার করো।' এখানে প্রশ্ন উত্থিত হয় যে 'ভগবানেরও ক্ষুধা পায়?' 'হ্যাঁ।' তাঁর মধ্যেও কোনো ন্যুনতা আছে নাকি?' 'হ্যাঁ'—মজার কথা। জীবেরা অধোগতিতে যাচ্ছে, এইটিই হল ভগবানের ন্যুনতা। সমগ্র সংসার সংযুক্ত হয়ে ভগবানের স্বরূপ। অতএব যারা অধোগতিতে যায় ভগবানের ততটা অঙ্গই তো অধোগতি প্রাপ্ত হয়। এইটিই ভগবানের ক্ষুধা। ভগবান বলেছেন—'তুমি যদি তোমার সব কিছু আমার উপর অর্পণ কর তাহলে তোমার কল্যাণ হবে এবং আমারও কাজ সিদ্ধ হবে।' এইভাবে প্রমাণিত হল য়ে মানুষ ভগবানকে তৃপ্তি প্রদান করতে পারে। জীবজন্তুর তৃপ্তি তো তারা করেই। ভগবান তো এমন কথাও বলেছেন যে 'ভক্ত যদি আমাকে বিক্রি করে তাহলে আমি বিক্রিত হয়ে যাব।' **'মৈ তো হূঁ ভগতনকো দাস, ভগত মেরে মুকুটমণি'**—এইরকম অবস্থায় বলুন ভক্ত ভগবানের ইষ্ট নয় কি? ভগবান তো অর্জুনকে অষ্টাদশ অধ্যায়ের চৌষট্টিতম শ্লোকে বলেছেন **'ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্।'** 'তুমি আমার ইষ্ট....।' জীব ভগবানকে ইষ্ট বলে মানে। ভগবান বলছেন 'তুমি হলে আমার ইষ্ট।' যে ভগবানের প্রতি নিজের মন সমর্পণ করে তাকে ভগবান নিজের ইষ্ট বলে মানেন, তার আজ্ঞা পালন করেন।

ক্রমশ...

গোন্ডায় গোঁত্তা খেল রেল– কাপড়ের টেনা ছেঁড়ার বন্ধন রেল লাইনের সংযোগে! নাট বলটু হাপিস?

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়

দেশের বৃহত্তর গণ পরিবহন রেল পরিবহন। ব্রিটিশ আমলে পত্তন। স্বাধীন ভারতে বিস্তার। যার অনেকটা সময়কাল ধরে কংগ্রেস রাজত্ব করেছে। সারা ভারতবর্ষে রেলের শাখা প্রশাখা ছড়িয়ে পড়েছিল সে সময়। রেলের গুরুত্ব বুঝে পৃথক বাজেট পেশ হত পার্লামেন্টে। দেশের রাজস্ব, পরিবহন, যোগাযোগ, কর্ম সংস্থানে ছিল এক নম্বরে। রেলকে বেসরকারিকরণের চেষ্টা ছিল না। সাতের দশকে রেল ধর্মঘট হয়েছিল। সর্বাত্মক রেল ধর্মঘট। নেতৃতে জর্জ ফারনান্দেজ। সারা দেশে রেলের চাকা থমকে ছিল দু সপ্তাহের অধিক সময়কাল। দেশের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ইন্দিরা গান্ধী। দমাতে পারেন নাই রেল আন্দোলন, বহু কর্মী সাসপেন্ড হয়েছিলেন সে সময়। পার্লামেন্টে তখন ছিলেন বাঘা বাঘা সাংসদ, বাগ্মি শিক্ষিত লোকজন। আজ বদলে গেছে রেল। রেলের পরিকাঠামো আধুনিকিকরণের নামে চলছে রেলকে দুর্বল করার পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র। বেসরকারিকরণের চেষ্টা। যেভাবেই হোক রেলের প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থা নষ্ট করে রেলকে নিরাপত্তাহীন করে তোলা। রেল যেন ভারতের লাইফ লাইন না থাকে। একদিকে বন্দে ভারত, বুলেট ট্রেনের গল্প অপরদিকে যাত্রী নিরাপত্তা বিঘ্নিত করা। যাত্রী ভাড়া বাড়ানো, বয়স্কদের রেলের ভাড়ায় ছাড় তুলে দেওয়া, মান্থলি টিকিটের দাম বাড়ানো, ট্রেন পরিষেবা অনিয়মিত করে তোলা, হল প্রধানমন্ত্রী মোদীজীর একমাত্র লক্ষ্য। বিপুল সম্পত্তির মালিক ছিল রেল। রেলের সম্পত্তির হিসাব আলোচনায় বলা হত– রেলের সম্পত্তির বিনিময়ে সারা ভারতটাকে সোনার পাত দিয়ে মুড়ে ফেলা যাবে। বর্তমানে রেলের অবস্থা দেখলে দুঃখ হয়। অতি রুগ্ন এক প্রতিষ্ঠান। যে কোন সময় হস্তান্তর হয়ে যেতে পারে। ২০১৪ সালের পর পর মোদী সরকারের কোপানলে রেল। কিন্তু কেন? জনগণের কোন দায়ভার সরকার নেবে না। শাসন করবে, ছড়ি ঘুরাবে, জাত পাত সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়িয়ে মজা দেখবে। এজেন্টদের হাতে দেশকে তুলে দিয়ে ঘন ঘন বিদেশ ভ্রমন করে বিশ্বগুরু সাজবে। আর কত কত বাসনা।

রেলের প্রসঙ্গে আসি। রেল দুর্ঘটনা ঘটেই চলেছে। বিগত ১০ বছরের খতিয়ান মস্ত। রেল নিরাপত্তা দপ্তর তাদের রিপোর্টে বারে বারে উল্লেখ করেছেন -- দপ্তরের গাফিলতিতে দুর্ঘটনা, প্রাণহানি সম্পত্তি হানি ঘটেই চলেছে। সদ্য উত্তরপ্রদেশের গণ্ডার সন্নিকটে রেল দুর্ঘটনা ঘটল। মারা গেলেন ২ জন। আহত অনেক। ১২টি বগি লাইনচ্যুত। চণ্ডীগড় – ডিব্রুগড় এক্সপ্রেস। রেল নিরাপত্তা কমিটি রিপোর্ট দিল রেল বিভাগের নিছক গাফিলতি আর অবহেলা দায়ি। কেউ কাজ করে না। যে লাইনের উপর দিয়ে ট্রেন চলে তা নাট বল্টু দিয়ে স্লিপারের সাথে আটক থাকে, যাতে রেলের লোহার রেলগুলো নড়াচড়া না করে। ছিল না নাট বল্টু দিয়ে শক্ত করে বাঁধন। সেখানে কাপড়ের টেনা ছেঁড়া দিয়ে বাঁধা ছিল স্লিপারগুলো। একটা দুটো নয়, ৭০ থেকে ৭২টা। আর ১৫০টির মত ক্লিপ ছিল বটে, সেগুলো আলগা করে লাগানো ছিল। গল্প নয়, রেলের রিপোর্ট। রেলের অনেক বাবু বিবি বলেন – অন্তর্ঘাত, কেউ বা বলেন ড্রাইভারের দোষ, কেউ বলেন সিগন্যাল ছিল না, কেউ বা বলেন তদন্ত চলছে --- তবে ঝুলি থেকে বেড়াল বেরিয়ে পড়ল। লক্ষ্য রেলের প্রতি সাধারনের আস্থা নষ্ট করে দেওয়া। করোনার পর পর লোকাল ট্রেন কমছে। সুপার ফাস্ট হয়েছে। ভাড়া বাড়িয়ে তিনগুন করা হয়েছে। ট্রেনের সংখ্যা কমেছে। স্টপেজ কমেছে। সময়ে ট্রেন চলে না। হয় প্লেনে চাপ, নয় বন্দে ভারত। সাধরণ যাত্রী পরিবাহী থাকবে না ট্রেন। ওটা হবে বিত্তশালীদের ভ্রমণ কার। বুঝলেন কিছু। সাধারণ মানুষ বেশি জোরা জুরি করলে-- ঘটাবে দুর্ঘটনা। মরলে টাকা দিব, লাশ পিছু ১০ লাখ, হাফ মরা ৫ লাখ। খোঁড়া ল্যাংড়া হলে ৫০ হাজার, কম কি? আতঙ্ক ! চাপতে ভয় ! রেল যাত্রা বিভীষিকা। জনতার থেকে রেলকে সরিয়ে নিচ্ছে মোদী সরকার। পরে রেল, অজুহাত দেবে যাত্রী হয় না, লোকসান। বিকে দাও রেল। নইলে বিএসএনএল-এর মত পঙ্গু করে দাও, সম্পত্তি ভাড়া দিয়ে দাও কোম্পানিকে। সাধু পরিকল্পনা, দুর্ঘটনা আকস্মিক ঘটনা নয়। ১০ বছরে কত ঘটল তার ইয়ত্তা নাই। মরে লাশ হয়েছেন ৬০০ জন। আহত অসংখ্য। কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস দুর্ঘটনায় লাশ হয়েছেন ১০ জন যাত্রী। গত ২০১৮ – ২০২২ এর মধ্যে ১৭৪ বার সিগন্যাল অমান্য করে একের ঘাড়ে অন্য চেপেছে। কেউ সামনে ধাক্কা, কেউ পেছনে ধাক্কা মেরেছে। সেফটি কমিশনের রিপোর্ট এমনি। রেলমন্ত্রী নীরব। তবে উপর মহলের অনেক কর্তা মুখ খুলছেন, কথা বলছেন রিপোর্ট করছেন। মন্দের ভাল। গত বছরের বাহানাগা দুর্ঘটনার কথা আজও ভুলে নাই মানুষ। ২০২৩—২০২৪ সালে রেলের বাজেট ছিল আড়াই লক্ষ কোটি টাকার। সাধারনের রেলযাত্রা সুখময় হল না। রেল দুর্ঘটনার খতিয়ান। কেবল মাত্র সিগন্যাল অমান্য করে ঘটেছে দুর্ঘটনা। ২০১৯-২০ – ৫৫টি, ২০—২১– ২২টি, ২১—২২- ৩৫টি, ২২—২৩ – ৪৮টি, ২৩—২৪ – ৪০টি এর পর? আপনার যাত্রাপথ নিরাপদ হবে? আপনি কি ট্রেনযাত্রার ঝুঁকি নেবেন? আমরা কোথায় চলেছি। আমাদের রেল আমাদের ফিরিয়ে দিন। হাই স্পীড চাই না, কু ঝিক ঝিক রেলই ভাল ছিল। বাবু ভিক্ষা চাই না কুকুর সামলান।

Owner: Manbhum Sambad Publication Pvt. Ltd., Printer, Publisher - VIVEKANANDA TRIPATHY, Published from Dulmi Nadiha, District-Purulia-723102(W.B.) and Printed from Vitec Printo, Ranchi Road, Purulia - 723101, W.B., **Editor - Vivekananda Tripathy**

সত্ত্বাধিকারী মানভূম সংবাদ পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড, মুদ্রক ও প্রকাশক ঃ বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী কর্তৃক দুলমি, নডিহা, জেলা - পুরুলিয়া ৭২৩১০২ পঃবঃ থেকে প্রকাশিতও ভাইটেক প্রিন্টো, রাঁচি রোড, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, পঃবঃ থেকে মুদ্রিত, **সম্পাদক - বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী**

সাহিত্য-সংস্কৃতি

গণতন্ত্রের বীরেন্দ্র

তন্ময় কবিরাজ

(শেষাংশ ...)

তিনি সময়ই বয়ে গেছেন, থামার সময় পাননি, আবার অ্যাবসার্ডদের মত অপেক্ষা করেননি। তিনি যেন নবান্ন নাটকের কুঞ্জ রাধিকা। অভাব অনটন, দাঙ্গা, রক্তপাত, দেশভাগ সবই তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁর কবিতায় তাই প্রতিফলিত হয়েছে পার্টিশন লিটারেচার। তিনিই লিখতে পারেন, "আমার ভারতবর্ষ/পঞ্চাশ কোটি নগ্ন মানুষের/ যারা সারাদিন রৌদ্রে খাটে, সারা রাত ঘুমুতে পারে না।" তিনি মানুষের কথাই বলতে বেশি ভালোবাসেন। নিজের অন্তরালে রেখেছেন ফ্রয়েডকে। বিশ্বাস করেছেন সমাজ রাজনীতির চড়াই উতরাই। পাশে পেয়েছেন জুয়ান, বন্দুরার মত সমাজবিজ্ঞানীদের। তিনি মানুষ হয়ে মানুষের অধিকার ফেরাবার দাবি তোলেন। তাঁর কবিতা উপন্যাসের মত প্রকাশ পায়। কবিতার শব্দে লুকিয়ে থাকা যুক্তি বিদ্ধ করে নাগরিক জীবনকে। তিনি লিখেছেন, "হোক পোড়া বাসি ভেজাল মেশান রুটি/... রুটি দাও, রুটি দাও।" রুটি বড়ো দরকার। অনাহার, অপুষ্টির প্রতিরোধে খাদ্যের প্রয়োজন। চল্লিশের মজুতদারির বিরুদ্ধে কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রতিবাদ শানিয়াছেন। তিনি অমর্ত্য সেনের মত বিশ্বাস করেন, খাদ্যাভাব প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে হয় না, মানুষ তার কালোবাজারির বা অসাধুতার জন্য দুর্ভিক্ষ হয়। উন্নয়নে যদি প্রাথমিক চাহিদাগুলো নাগরিক জীবনে পরিপূর্ন না হয় তাহলে শাসকের উন্নতি তো শাজাহানের রাজত্বকাল! জীবনের মান উন্নত হলে মানবশ্রম উন্নত হবে, মেধার বিকাশ ঘটবে, আসবে রাষ্ট্রের প্রগতি। অথচ কবি দেখেছেন শাসকের নির্মম চরিত্র। ভাত চাইতে গেলে গুলি, মিছিল করতে গেলে গুলি। রাষ্ট্র বা শাসকের বিরুদ্ধে মুখ খোলা অপরাধ। তুমি নিরব দর্শক। তুমি প্রশ্ন করতে পারবে না। মানুষের ক্রোমোজোমে দাসত্ব ঢুকিয়ে দাও। কবি তাই গণতন্ত্রের প্রশ্নে তিনি বিরক্ত। তিনি বলেন, "এই না হলে শাসন?/ভাত চাইতে গুলি, মিছিল করলে গুলি, বাংলা বনধ গুলির মুখে উড়িয়ে দেওয়া চাই/... একেই বলে গণতন্ত্র/ গুলিবিদ্ধ রক্তে ভাসে আমার ঘরের বোন, আমার ভাই।"

কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় এসেছে বিষ্ণুদের প্রভাব। এ ব্যাপারে তিনি আর সমর সেন একই। তবে কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সে প্রভাব কাটিয়ে উঠেছেন পরবর্তীকালে। অনেকে তাঁর লেখায় রাশিয়া বা বিংশ শতাব্দীর ব্রিটিশ কবিদের ছায়া দেখেছেন। তাঁর চেতনায় হেমিংওয়ে, মঘম রয়েছে। তবে তিনি তাঁর মাটির গন্ধে ভুলে যাননি স্বদেশ। আমার চোখে তিনি এক মোহিনী মোহন গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি কবিতাকে গড়পড়তা অলঙ্কারে না সাজিয়ে নাগরিক ভাষায় কবিতা সৃষ্টি করেছেন। তাঁর কবিতা নগরজীবনের খাসখবর। শিরোনামে উঠে এসেছে সময়ে বিভিন্ন স্তর ও তার অবক্ষয়। তিনি ধর্মের প্রতি সংশয় প্রদর্শন করেছেন। মানুষ মানবতা ছাড়া কোন ধর্ম হয়না। তাই দ্বিধা দ্বন্দ্বে তিনি উল্লেখ করেছেন মথুরা অযোধ্যার কথা। নবারুণের মৃত্যু উপত্যকা তাঁরও পছন্দ নয়। তিনি লেখেন, "সাপ খেলানোর নেশা মৃত্যু দিয়ে কোন বাজিকর/দেখিনি এমন ছবি মথুরায় কিংবা অযোধ্যায় কোনোদিন।" সাপ পাশবিকতার প্রতীক। কবি আদিমতার থেকে রাজনীতিকেই বেশি ভয়ানক বলে মনে করেন। শাসক বাজিকর। কবি জানেন, শুধু ভোটের জন্য জনকল্যাণকে বাজি ধরে শাসক। কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় নতুনত্ব কিছু নেই, শেখার কিছু নেই। তবু তাঁর কবিতা ইতিহাসের দলিল হয়ে থাকবে। শব্দের লেন্সে উদ্ভাসিত সময় যা চিরকাল অমলিন। তারাশঙ্কর, মানিক বন্দোপাধ্যায় যে কথা তাঁদের উপন্যাসে তুলে ধরেছেন, কবি তাঁদের মত একই বিষয় তুলে ধরেছেন। তবে কবি কবিতায় সীমাবদ্ধ থেকেও তিনি সাহসী। তিনি লিখেছেন, "রাজা আসে যায় রাজা বদলায়/.. কুকুরের সাথে ভাত নিয়ে তার লড়াই চলছে, চলবে/পেটের ভিতর কবে যে আগুণ জ্বলছে এখনো জ্বলবে/...তুমি বদলাও না, সেও বদলায় না।" শাসক বদলায়, শাসন বদলায় না। মানুষের অভাব শাসকের অস্ত্র। মানুষ স্বনির্ভর হলে শাসক কাকে শোষণ করবে? পৃথিবীর ইতিহাসে শাসক তাই নির্দয়। কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদে বিশ্বাস করেন। কিন্তু বিপরীত ধারনা তৈরী করতে গেলে বিরোধী মতামত দরকার, জনগণের বিবেক দরকার। প্রজা বিক্রী হলে, চেতনা বিক্রী হলে স্বৈরতন্ত্রের জন্ম হবে। কবি জনগণের উপর বিশ্বাস রাখেন। আজ বা কাল নাগরিক জীবনে চেতনা ফিরবেই। পরিবর্তনের ডাক আসবেই। কালেকটিভ কনশাসনেসের মাধ্যমে নতুন সভ্যতার সূচনা হবে। তিনি লিখেছিলেন, "সে জাগবেই। জাগবেই। আমি তাকে কোলে নিয়ে বসে আছি রক্ত পুঁজ মাখামাখি রাত্রি...।" কারণ তাকে জাগাতেই হবে, নাহলে শোষণের সব সীমা লঙ্ঘন করবে শাসক। চালু হবে পুনরায় দাসপ্রথা। কবি জানেন, মানুষকে বোঝালে সে বুঝবে। অস্থির সময়ে সে দিশাহীন। শাসক গ্রাস করছে সবকিছু। তাই কবিতায় ঝরে পড়ে আক্ষেপ, "কোথাও মানুষ ভালো রয়ে গেছে বলে/আজও তার নিশ্বাসের বাতাস নির্মল/... তথাপি মানুষ আজও শিশুকে দেখলে/নম্র হয়, জননীর কোলে মাথা রাখে/উপসেও রমণীকে বুকে টানে..।". সত্যের বিকৃত ঘটছে। সংশয়ে হারিয়ে যাচ্ছে যুক্তির সুখ। কবি জানেন, তাঁর ধর্ম তিনি মানুষ। তিনি তাই মানুষের বাইরে কাউকে ঈশ্বর বলে মনে করেন না। তিনি সমাজকে বলে দিতে পারেন, "আমার ঈশ্বর নেই বলে/সবাই আমাকে উপহাস ছুঁড়ে দেয়।"

কবিতা

নাচনকুদন

পশুপতি ভদ্র

হঠাৎ কেন বাঁকা চোখ,
নিকট কেন হলো দূর,
থামলো গতি, বন্ধ কথা,
স্বপ্ন যেন দেখায় সাহস,
পাখায় চড়ে উড়তে আকাশ,
ডিঙিয়ে ছিলাম পাহাড়।

ভরা নদী বইছে দুকূল,
পাথর ভেঙে ঘামছি কত,
স্রোতের টানে নাচনকুদন,
যা ছিল আজ স্বপ্ন সখী,
সব কী হলো পুরণ?

জগৎ জুড়ে বিশাল ফাগুন,
সাধ্যমতো ভালোবাসা,
হঠাৎ যেন জ্বললো আগুন,
সহস্র সব অসাধ্য কাজ,
শালীন বস্ত্রে কিসের লাজ,
তবু কেন চৈত্র সুখে,
আজকে হলে নারাজ!

থাপাসথুপুস চলে শিশু,
তেমনি খোঁড়ায় প্রেম,
পাখায় চড়ে উড়তে আকাশ,
ব্যাখ্যা শেষে কী যে পেলাম,
নিষ্ঠাভরে করো কী প্রণাম?
হঠাৎ দেখি, উঠলো ঢেউ!

মহা_জীবন্ত_আছি

কিশলয় গুপ্ত

কোথায় আর যাব নিজেকে ছেড়ে,
তাই বেঁধে বেঁধে রাখি স্বপ্ন
ছুঁয়ে ছুঁয়ে থাকি সদরের হাতছানি।

চার পায়ে ছুটে চলে ওরা-
জীবনের আনন্দ লুটে কু ঝিক ঝিক
তারপর অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা
তারপর ঔষধ পথ্য,পেস মেকার।

আমি তো শ্যামবাজার ছাড়িয়ে গেছি।
আমি তো জোড়াসাঁকো ছেড়ে,
কার্শিয়াং এর অর্কিড ছেড়ে,
বুক পেতে রাখি টাইগার হিলে।

একলা একটা দিন জানে-
কীভাবে গাছেদের সখ্যতা পেতে হয়।
কীভাবে নেমে আসে মন-ফল।

এই ভাবে চেয়ে চেয়ে দেখে যাই
আমি শুধু বেঁচে নেই, মহা জীবন্ত আছি।

ইচ্ছে হলে

শীতল চট্টোপাধ্যায়

জানলা বাইরে গনগনে রোদ
দরজার সামনে ঝলসানো তাপ,
ছাদের ওপর উষ্ণায়নে
পুড়ে গেছে সব গল্পের ছাপ।

সব পথেরই গায়েতে জ্বর
গরম হতে চায়না যে পর,
মাটি নয় আজ,সবাই আমরা
রয়েছি এক আগুন উপর।

কোথাও দেখা নেই মেয়েটার
যায়নি পাওয়া জল সাড়াও তার,
তার নাম মনে আছে 'বৃষ্টি'
হবেনা সে তোমার-আমার।

আসবে সে তার ইচ্ছে হলে,
ইচ্ছে হলেই যাবে চলে,
এমন আসা-যাওয়ায় নেই
কক্ষনো তার কাউকে বলে।

ঘোষণা

পত্রিকার সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় কোন লেখকের বা কবির লেখার বিষয়বস্তু, মন্তব্য এবং বক্তব্য একান্তই তার নিজস্ব। এ বিষয়ে পত্রিকা কর্তৃপক্ষ বা সম্পাদকের কোন দায় নেই।

ইস্তেহার

সমীর কুমার ভৌমিক

শূন্য হতেই চেয়েছি তোমার কাছে
পূর্ণতার দাবি রাখিনি তাই আর,
বেসামাল হয়ে গেছে শাড়ির আঁচল
পিছে পড়ে আছে সমাজ-সংসার!

যখন যে নামেই ডেকেছ আমায়
তাকিয়ে দেখেছি তোমার দিকে
ভাবিনি অন্য কাউকে কখনো
হিসেবও রাখিনি লিখে!

স্বপ্নেও ভাবিনি কোনোদিন,
আমাকে মেলাতে হবে সে ইস্তেহার!
ছায়ারাও জানে সমর্পণের মানে
কেবল সংযমী দীর্ঘতা আমার!

থাকো আরো কিছুকাল

আনজানা ডালিয়া

হাতে হাত রেখে বসি কিছুকাল
যতদিন বৃষ্টি না ফুরায়
যতকাল দেখে চোখ না জুড়ায়।
মুখোমুখি বসি কিছুকাল
হৃদয়ের কপাট যতই হোক মেলা
সব কথা তো যায়না বলা।
থাকো আরো কিছুকাল
প্রিয় ঋতু বর্ষার আগমনে
হৃদয় ভরিয়ে দিবো নিবেদনে।

অসমাধিত সংবিধান

সারমিন চৌধুরী

কান পেতে শোন বাতারের হুংকার
দ্যাখ উত্তাল সমুদ্র আবার গর্জে উঠেছে
তবু তোমার কার্ণিশে দারস্থ আজও অন্য প্রভাত
আমার বুকের গলিতে একটি পরিত্যক্ত অন্ধকার ঘর।
আজ শুধু একটি কথা জেনে রেখো,
ভরা জলের কলসিতেও মিথ্যা ঘুমের ভনিতায়,
সময়কে বিচলিত করে দেহ-মন নিয়ে অভিনয়ে মেতে
সুখী হওয়া যায় না কোনদিন সংসারে,
একটিবার স্বপ্নীল ঘুম থেকে জেগে তাকিয়ে দ্যাখ
সাজানো স্বপ্ন টুকরো টুকরো হয়ে উড়ে যাচ্ছে,
নেত্র দুটো কি খুব গোপনে কষ্ট পাচ্ছে ভীষণ?
নাকি সত্যের পর্দা সরে মিথ্যায় মিশে যেতে দেখেও
নির্বাক তোমার সংলাপহীন নাটকীয় মন।
সব কিছু জেনে বুঝেও নিয়তিকে হেঁকে
সময়কে ধীর পায়ে ধাবিত হতে দেখা মৃত্যুর দিকে
যেন ফটোফ্রেমে বাঁধানো জীবনে, ধুলোর আস্তরণ
হঠাৎ সব আবরণ মুছে নতুন পাথরে লেখাবো নাম
তবু ভালোবাসা বলে চিৎকার করে হৃদয় অলিন্দে
মৃত্যুর বুকে মাথা রাখি নির্দ্বিধায় সজ্ঞানে!

তুমি তো অসমাধিত সংবিধান সংশোধনহীন
এমন একটি সত্য যা ঢাকা গোপন ব্যথার পাথরে
কিঞ্চিৎ আলোর কুসুম দলিত ভাবনার করিডোরে
আমার মৃত্যু সিঁথানে তুমি যেন হ্যামলেট কিংবা
ম্যাগবেদের মতই কোন প্রেমিক পুরুষ।

রাজ্য

অপপ্রচার কিংবা কুৎসা যেন না হয়ঃ হাইকোর্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৬ জুলাইঃ রাজ্যপাল সম্পর্কে মন্তব্য করতেই পারেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ চার তৃণমূল নেতা। তবে তা কোনও ভাবেই কুৎসা কিংবা অপপ্রচার যেন না হয়, সেদিকে নজর রাখতে হবে। রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোসের মানহানি মামলায় নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের। রাজ্যপাল বোসের আদৌ মানহানি হয়েছে কিনা, তা হাই কোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চকেই বিবেচনা করে দেখতে বলল ডিভিশন বেঞ্চ। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করেছিলেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। পরে মামলায় যুক্ত করতে হয় আরও তিনজনের নাম। তাঁরা হলেন কুণাল ঘোষ, বিধায়ক সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও রেয়াত হোসেন সরকার। রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস তাঁকে অসম্মানের অভিযোগে মামলা করলেও আদালতে তার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন মামলায় পক্ষভুক্ত সকলেই। গত ১৬ জুলাই ওই মামলার প্রেক্ষিতে এক অন্তর্বর্তী নির্দেশ জারি করে কলকাতা হাই কোর্ট। রাজ্যপালের নামে কোনও আপত্তিজনক মন্তব্য করা যাবে না বলে জানিয়েছিলেন বিচারপতি কৃষ্ণা রাও। সিঙ্গল বেঞ্চের ওই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে গত ১৯ জুলাই ডিভিশন বেঞ্চে মামলা দায়ের হয়। হাই কোর্টের বিচারপতি ইন্দ্রপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ও বিশ্বরূপ চৌধুরীর ডিভিশন বেঞ্চে শুক্রবার মামলার শুনানি হয়। বিচারপতি জানান, রাজ্যপালের বিরুদ্ধে মন্তব্য করতেই পারেন মুখ্যমন্ত্রী-সহ চারজনই। তবে মন্তব্য কোনওভাবেই কুৎসা কিংবা অপপ্রচার যাতে না হয়, সেদিকে নজর রাখতে হবে।

দুর্নীতির খোঁজ করে বড় তথ্য সামনে নিয়ে এল সিবিআই

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৬ জুলাইঃ শিক্ষা দুর্নীতির তদন্ত করতে গিয়ে পুরসভাগুলির নিয়োগে দুর্নীতির গন্ধ পায় সিবিআই। অয়ন শীল গ্রেফতার হওয়ার পর একে একে সব পর্দা সরতে শুরু করে। সামনে আসে চাঞ্চল্যকর তথ্য। গত কয়েক মাসে কলকাতা ও দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলার পুরপ্রধান বা কাউন্সিলরদের দফায় দফায় জিজ্ঞাসাবাদও করেছে কেন্দ্রীয় সংস্থা। এবার প্রকাশ্যে এল সেই মামলার চার্জশিট। ৩২ পাতার চার্জশিটে উল্লেখ করল, কোন পুরসভায় কত বেআইনি নিয়োগের তথ্য এসেছে তাদের হাতে। শুধু তাই নয়, কীভাবে বেআইনি নিয়োগ হল, সেই তথ্যও সামনে এনেছে তারা। সিবিআই-এর অভিযোগ, নিয়ম খাতায় কলমে মানা হলেও, বাস্তবে কেউ ধারও ধারেনি। ১৮৫০ জনের নিয়োগ হয়েছে বিভিন্ন পদে। রয়েছে গ্রুপ সি, গ্রুপ ডি পদের কর্মী নিয়োগও। বিপুল অঙ্কের দুর্নীতি হয়ে থাকতে পারে বলে উল্লেখ। ১৩ টি পুরসভার তালিকা রয়েছে। সিবিআই-এর তথ্য বলছে, দক্ষিণ দমদম পুরসভায় সব থেকে বেশি বেআইনি নিয়োগ হয়েছে। আর সেই নিয়োগে নাম জড়িয়েছে তৎকালীন প্রধান পাঁচু গোপাল রায়ের। যে, ২০১৪ সাল থেকে ওই পুরসভাগুলিতে মোট ৩৬৫০ জনের চাকরি হয়েছিল, যার মধ্যে ১৮১৪ জনের চাকরির আইন মেনে হয়নি। টাকি পুরসভা- ১৫ বাদুড়িয়া পুরসভা- ৩৯ কামারহাটি পুরসভা- ৪৯ দমদম পুরসভা- ৬১ দক্ষিণ দমদম- ৩২৯ হালিশহর পুরসভা- ৩৯ কাঁচড়াপাড়া পুরসভা- ৩০৩ নিউ ব্যারাকপুর পুরসভা- ৭৪ টীটাগড় পুরসভা- ২২১ রানাঘাট পুরসভা- ১০১ নবদ্বীপ পুরসভা- ১ বীরনগর পুরসভা- ২৬ কৃষ্ণনগর পুরসভা- ২০০ ডায়মন্ড হারবার পুরসভা- ১৮ উত্তর দমদম পুরসভা- ৬৪ বরানগর পুরসভা- ২৭৬ উলুবেড়িয়া পুরসভা- ১৮। এইসব নিয়োগ সন্দেহজনক বলে উল্লেখ করেছে সিবিআই। নিয়োগ উপযুক্ত পদ্ধতি মেনে হয়নি। দক্ষিণ দমদম পুরসভায় সবথেকে বেশি বেআইনি নিয়োগের অভিযোগ উঠেছে। তবে প্রাক্তন চেয়ারম্যান পাঁচুগোপাল রায়ের দাবি, সরকারের অনুমোদনেই সবটা হয়েছে।

উত্তরবঙ্গ আলাদা হলে সুকান্ত মুখ্যমন্ত্রী হতে চান...খোঁচা দিলেন উদয়ন গুহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৬ জুলাইঃ কার্যত রাজ্যভাগ নিয়ে যে যার মতো করে একের পর এক ইস্যু হাজির করতে শুরু করেছেন। সুকান্ত মজুমদার উত্তরবঙ্গের সঙ্গে উত্তর পূর্বের সঙ্গে যোগ করার কথা বলেছিলেন। এনিয়ে ইতিমধ্যেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে। এদিকে বর্তমানে উত্তর পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী হিসাবে রয়েছেন সুকান্ত মজুমদার। তিনি সম্প্রতি এনিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে দেখাও করেছিলেন। তবে সুকান্তর এই প্রস্তাবকে একেবারেই ভালো চোখে দেখছেন না তৃণমূল নেতৃত্ব। এনিয়ে মুখ খুলেছেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ। তিনি বলেন, এর পেছনে ওই একটাই মানসিকতা কাজ করছে। ও দেখছে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হওয়া ওর কপালে নেই। তাই এখন চাইছে আলাদা হলে যদি সুবিধা হয়। উত্তরবঙ্গকে নর্থ ইস্টের সঙ্গে যুক্ত করার নাম করে যদি আলাদা রাজ্য করা যায় তাহলে সেখানকার মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার সুযোগ থাকলেও থাকতে পারে। তীব্র কটাক্ষ করেছেন উদয়ন গুহ। সুকান্ত মজুমদারের ঠিক কোন ইচ্ছা রয়েছে সেটাই ব্যক্ত করার চেষ্টা করেছেন তিনি। অন্যদিকে গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের নেতা তথা রাজ্য সভার সাংসদ অনন্ত মহারাজ কোচবিহারকে পৃথক রাজ্য হিসাবে চান। আসলে গ্রেটারের এই দাবি দীর্ঘদিনের। বছরের পর বছর ধরে তারা এই দাবি করছেন। কিন্তু বাস্তবে কিছুই হয় না। আবার এই দাবি থেকে সরে গেলে অনুগামীদের বিশ্বাসে চিড় ধরতে পারে। সেকারণে এই পৃথক রাজ্যের দাবি থেকে সরেন না গ্রেটার নেতৃত্ব। এমনটাই মত অনেকের। সেকারণে বিজেপির তাঁকে রাজ্য সভার সাংসদের পদ দিলেও আলাদা রাজ্যের দাবি থেকে সরতে চান না অনন্ত মহারাজ। তিনি বলেন কেন্দ্রীয় সরকার মৌখিক ভাবে তাঁদের দাবি মেনে নিয়েছে। ঝাড়খণ্ডের বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে আবার বাংলার ২ ও বিহারের তিন জেলাকে নিয়ে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল করার দাবি করেছেন।

বাড়ির মধ্যেই বিস্ফোরণ, ঝলসে গেলেন ২ মহিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৬ জুলাইঃ ফের শহরে অগ্নিকাণ্ড। শুক্রবার সকালে গিরিশ পার্কের রামদুলাল সরকার স্ট্রিটের একটি বাড়িতে আচমকা আগুন লেগে যায়। আগুনে ভস্মীভূত হয়ে যায় দোতলা বাড়ির উপরের চিলেকোটা ঘর। অগ্নিকাণ্ডে জখম হয়েছেন দুই মহিলা। দমকল আধিকারিকদের প্রাথমিক অনুমান, রান্নার গ্যাস লিক করেই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। জানা গিয়েছে, এ দিন সকালে কলকাতা পুরসভার ২৬ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত গিরিশ পার্কের রামদুলাল সরকার স্ট্রিটের একটি বাড়িতে আচমকাই আগুন লেগে যায়। স্থানীয় বাসিন্দারাই প্রথমে আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগায়। এরপর দমকলে খবর দেওয়া হয়। সঙ্গে সঙ্গেই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের ৫টি ইঞ্জিন। প্রায় আড়াই ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। দমকল আধিকারিকদের প্রাথমিক অনুমান, রান্না করার সময় গ্যাস লিক করেই এই অগ্নিকাণ্ড ঘটে। ঘরের মধ্যে থাকা সিলিন্ডারে বিস্ফোরণ ঘটায়, আগুন ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত আগুন নিয়ন্ত্রণের কাজে হাত লাগায়। আশপাশের সবকটি বাড়ি থেকে সিলিন্ডার বের করে নিয়ে যাওয়া হয়। এমনকী, বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ রাখা হয়। দমকলের পাঁচটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণের কাজ শুরু করে। জানা গিয়েছে, ওই বাড়ির দুই মহিলা গুরুতর জখম হয়েছেন অগ্নিকাণ্ডে। তাঁদের জখম অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সুত্র মারফত খবর মিলেছে দুজনের মধ্যে এক মহিলার মৃত্যু হয়েছ। দমকলের আধিকারিকরা জানিয়েছেন, ওই ঘরটি সম্পূর্ণ মাটির ছিল। অগ্নিকাণ্ডের জেরে সেটি ভেঙে পড়েছে। ঘরের ভিতরে থাকা যাবতীয় আসবাবপত্র এবং অন্যান্য সামগ্রী পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। আগুন লাগার খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে যান এলাকার কাউন্সিলর তারক চট্টোপাধ্যায় এবং শ্যামপুকুরের বিধায়ক শশী পাঁজা। তারা গিয়ে দমকলের কাজকর্ম খতিয়ে দেখেন এবং পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন। প্রায় আড়াই ঘন্টার চেষ্টায় সম্পূর্ণ আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয় দমকলের কর্মী – আধিকারিকরা।

লক্ষ্মীর ভাণ্ডার নিয়ে স্লোগান-পাল্টা স্লোগান তৃণমূল-বিজেপির

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৬ জুলাইঃ লক্ষ্মীর ভাণ্ডার নিয়ে প্রশ্নোত্তর ও স্লোগান পাল্টা স্লোগানের জের। বিধানসভায় মুলতুবি প্রস্তাব আনল বিজেপি। রাজ্য সরকারের তরফ থেকে এদিন পরিসংখ্যান তুলে ধরে জানানো হয় এখনও অবধি ২ কোটি ১৬ লক্ষ জন পেয়েছেন লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের সুবিধা। একইসঙ্গে জানানো হয়, লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট থাকায় অনেক আবেদন বাতিল হয়। একক অ্যাকাউন্ট করলেই এই সমস্যা থাকবে না। তিন লাখ ১৬ হাজার ৭২৭ জন সুবিধাভোগীর বার্ধক্য ভাতায় বদল হয়েছেন বলেও জানান মন্ত্রী শশী। অশোক দিন্দা প্রশ্ন তোলেন, "ভিন রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেস বেশি টাকা দেওয়ার কথা বলে, এখানে নয় কেন?" শশী পাঁজার উত্তর, "তার মানে স্বীকার করছেন লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ভাল? আর এই প্রকল্প বিজেপি শাসিত রাজ্য কপি করছে।" এরপরেই লক্ষ্মীর ভাণ্ডার নিয়ে স্লোগান আর পাল্টা স্লোগানে অধিবেশন মুলতুবি হয়ে যায়। এদিকে নিগ্রহ বিতর্ক যেন থামতেই চাইছে না। বিধানসভার অধিবেশন কক্ষের বাইরে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এবং তৃণমূল বিধায়কের বাদানুবাদ প্রসঙ্গে বিবৃতি দেন স্পিকার। কিন্তু, তার পরেও থানা থেকে এই বিষয়ক অভিযোগ প্রত্যাহার করতে নারাজ তপন। তাঁর সাফ কথা, "অধ্যক্ষের সিদ্ধান্ত মাথা পেতে নিচ্ছি। কিন্তু থানায় দায়ের করা অভিযোগ প্রত্যাহার করছি না।" বলেন তপন চট্টোপাধ্যায়। "হেয়ার স্ট্রিট থানায় যে অভিযোগ দায়ের করেছি, সেটা প্রত্যাহারের কোনও প্রশ্নই নেই। যদি আবার এই ধরনের মন্তব্য করেন (শুভেন্দু) তাহলে আবার বলব। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে যে ভাষায় আক্রমণ করেন, তিনি কি তাঁর পরিবারের সঙ্গে সেই ভাষায় কথা বলেন? আমাকে কোনও রকম ভয় দেখিয়ে লাভ নেই।"

হাইকোর্টে মিথ্যা তথ্য পেশের অভিযোগ সংসদের বিরুদ্ধেই

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৬ জুলাইঃ ২০১৪ প্রাথমিক দুর্নীতি মামলায় আদালতে মিথ্যা তথ্য পেশ করে হাতে নাতে ধরা পড়ে গেল প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ। টেটের শংসাপত্র চেয়ে কয়েকজন পরীক্ষার্থীর দায়ের করা মামলায় ফের একবার আদালতে মুখ পুড়ল তাদের। ফের একবার প্রশ্ন উঠে গেল দুর্নীতি প্রকাশ্যে আনতে প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের সদিচ্ছা নিয়ে। ২০১৪ প্রাথমিক টেটের শংসাপত্র চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করেছিলেন ৬০ জন টেট উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থী। চলতি মাসে সেই মামলা বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার এজলাস থেকে বিচারপতি অমৃতা সিনহার এজলাসে স্থানান্তরিত হয়েছে। সেই মামলার শুনানিতে প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের তরফে জানানো হয়েছিল, টেটের সার্টিফিকেট সংক্রান্ত যাবতীয় নথি সিবিআইয়ের হেফাজতে রয়েছে। সংসদের দাবি, টেটের ওএমআর শিট মূল্যায়ন সহ যাবতীয় দায়িত্ব ছিল এস বসু রায় অ্যান্ড কোম্পানির ওপর। প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতর তদন্ত শুরু হওয়ার পর যাবতীয় নথি রয়েছে সিবিআইয়ের হেফাজতে। পাল্টা সওয়ালে সিবিআইয়ের আইনজীবী এই সংক্রান্ত নথি প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের কাছেই রয়েছে। ২০২৩ সালের ১ এপ্রিল ১ লক্ষ ২৫ হাজার ৭০৩ জনের তথ্য সংসদকে হস্তান্তর করেছে এস বসু রায় অ্যান্ড কোম্পানি। সেই সংক্রান্ত চালানের প্রতিলিপিও এদিন আদালতে পেশ করেন সিবিআইয়ের আইনজীবী। সিবিআইয়ের আইনজীবীর সওয়ালের পর এদিনের মতো শুনানি মুলতুবি বলে ঘোষণা করেন বিচারপতি। প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের তরফে আদালতে মিথ্যা তথ্য পরিবেশনে প্রশ্ন উঠছে, তবে কি দুর্নীতিবাজদের আড়াল করতে মরিয়া হয়ে তথ্য গোপন করতে চাইছে তারা? না কি আধিকারিকদের অদক্ষতা ও অযোগ্যতার জেরে আদালতে বার বার মুখ পুড়ছে তাদের। প্রশ্ন উঠেছে প্রাথমিক শিক্ষা সংসদে সচ্ছতা আনতে দফতরের সদিচ্ছা নিয়েও।

ক্রীড়া-সংবাদ

‘আমি আর আগের মানুষ নেই’

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৬ জুলাইঃ পরীক্ষা সূর্যকুমার যাদব অনেকবারই দিয়েছেন। টেস্ট, ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি অভিষেক তো ভারতের এ ব্যাটসম্যানের জন্য একেকটা পরীক্ষাই ছিল। আগামীকাল আরেকটি পরীক্ষা দিতে যাচ্ছেন সূর্যকুমার-পাকাপাকিভাবে ভারতের টি-টোয়েন্টি দলের নেতৃত্ব পাওয়ার পর এদিনই যে শুরু হচ্ছে অধিনায়ক সূর্যকুমারের যাত্রা। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে সেই যাত্রা শুরুর আগে টি-টোয়েন্টিতে ভারতের নতুন অধিনায়ক বললেন, ‘আমি আর আগের মানুষ নেই!’ নেতৃত্ব পাওয়ার পর আজই প্রথমবার সংবাদ সম্মেলনে এসেছেন সূর্যকুমার। এমন বিশেষ দিনে অধিনায়ক হিসেবে সূর্যকুমারের বাজে একটি অভিজ্ঞতার প্রসঙ্গ তুলেছেন ভারতের সাংবাদিকেরা। ২০১৫ সালে ঘরোয়া ক্রিকেটে মুম্বাইকে নেতৃত্ব দেওয়ার সময় দলের খেলোয়াড়দের অভিযোগের কারণে দায়িত্ব হারাতে হয়েছিল এই ব্যাটসম্যানকে। তবে সূর্য অতীতের ঘটনা অতীতেই রাখছেন। ২০১৪-১৫ মৌসুমে রঞ্জি ট্রফিতে মুম্বাইকে ৬ ম্যাচে নেতৃত্ব দেন সূর্যকুমার। এই ৬ ম্যাচে তাঁর দল জয় পায় মাত্র একটিতে। তামিল নাড়ুর বিপক্ষে ইনিংসে হারার পর দায়িত্ব ছাড়ার ঘোষণা দেন তিনি। অধিনায়ক থাকাকালীন মাঠে ও ড্রেসিংরুমে সতীর্থদের সঙ্গে বাজে ভাষায় কথা বলায় মুম্বাই ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন তাঁকে তিরস্কার করেছিল। সেই ঘটনাকে পেছনে ফেলে সূর্য আইপিএলে মুম্বাই ইন্ডিয়ানসকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। এরপর ভারতকে ৭টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচেও নেতৃত্ব দিয়েছেন। সম্প্রতি দায়িত্ব পেয়েছেন পাকাপাকিভাবেই। বিশ্বকাপে রোহিত শর্মার সহকারী ছিলেন হার্দিক পান্ডিয়া। তবে পান্ডিয়ার ওয়ার্ক লোড ম্যানেজমেন্ট ও ফিটনেসের কথা ভেবে তাঁকে বিবেচনা করা হয়নি নিয়মিত অধিনায়ক হিসেবে। ক্যান্ডিতে সংবাদ সম্মেলনে সূর্যকুমার দাবি করেছেন, ‘ওই ঘটনার পর অনেক কিছুই পরিবর্তন হয়ে গেছে। আমি এখন ভিন্ন এক মানুষ। বিয়ে করেছি, অন্য অনেক অধিনায়কদের কাছ থেকেও শিখেছি। আমি আমার পদ্ধতিতেই দলকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাব। আমার ব্র্যান্ড অব ক্রিকেট একই থাকবে। অধিনায়কত্ব আমাকে নতুন চ্যালেঞ্জ দিয়েছে, এর জন্য অপেক্ষা করছি।’ শ্রীলঙ্কাও টি-টোয়েন্টিতে নতুন অধিনায়ক চারিত আসালাঙ্কার নেতৃত্বে খেলবে। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ব্যর্থতার পর এ সংস্করণের অধিনায়কত্ব ছেড়ে দেন ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা। নতুন দায়িত্ব পেয়ে আসালাঙ্কা বলেছেন, ‘বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের বিপক্ষে খেলাটা অনেক বড় চ্যালেঞ্জের। আমরা ভালোভাবে প্রস্তুতি নিয়েছি, সিরিজটির জন্য আমরা প্রস্তুত।’ এবার ঘরের মাঠে ভারতের বিপক্ষে সিরিজের আগে ছিটকে গেছেন শ্রীলঙ্কার দুই পেসার দুষ্মন্ত চামিরা ও নুয়ান তুষারা। দুজন পেসারের চোট নিয়ে হতাশ আসালাঙ্কা, ‘আমরা পূর্ণ শক্তির দল পাচ্ছি না, এটা হতাশার।’

টেস্টের প্রথম দিনটা আয়ারল্যান্ডের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৬ জুলাইঃ এ টেস্টটা এমনিতে ঐতিহাসিক। এর আগে দেশের মাটিতে আয়ারল্যান্ড টেস্ট খেলেছে একটিই, সেটিও ছয় বছর আগে ২০১৮ সালে। তবে সেটি ছিল আয়ারল্যান্ড প্রজাতন্ত্রের রাজধানী ডাবলিনের ম্যালাহাইডে। জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে স্বাগতিকদের এ টেস্টটি হচ্ছে উত্তর আয়ারল্যান্ডের রাজধানী বেলফাস্টে। এমনিতে ক্রিকেটে আয়ারল্যান্ডের দলটি সম্মিলিত, তবে উত্তর আয়ারল্যান্ডে এটিই প্রথম টেস্ট। সিভিল সার্ভিস ক্রিকেট গ্রাউন্ডে প্রথম দিনটি নিজেদের করে নিয়েছে আইরিশরা। তাতে নাটকীয় ধসের কবলে পড়ে প্রথম ইনিংসে ২১০ রানেই গুটিয়ে গেছে জিম্বাবুয়ে। ওপেনার প্রিন্স মাসভাউরে (৭৪) ও জয়লর্ড গাম্বি (৪৯) মিলে প্রথম উইকেটেই তোলেন ৯৭ রান, এক সময় জিম্বাবুয়ের স্কোর ছিল ২ উইকেটে ১৪৩ রান। সেখান থেকে ৫৭ রান যোগ করতেই শেষ ৮ উইকেট হারায় তারা। জিম্বাবুয়ের মূল ক্ষতিটা করেছেন পেসার ব্যারি ম্যাকার্থি (৩/৪২) ও অফ স্পিনার অ্যান্ডি ম্যাকব্রাইন (৩/৩৭)। জিম্বাবুয়ের শেষ নয়জন ব্যাটসম্যানের মধ্যে দুই অঙ্ক ছুঁয়েছেন মাত্র দুজন। পেসার ম্যাকার্থি দিনের খেলা শেষে বলেছেন, ‘তাদের দুই ওপেনার বেশ ভালো করেছে। তবে বাউন্স আর বলের গতিপথ ভালো পাওয়া যাচ্ছিল, বোলার হিসেবে যা আপনি ভালোবাসবেন। আমরা জানতাম, দুই-একটি উইকেট পেলে বাকিগুলোও আসবে।’ অবশ্য এমন কন্ডিশনে ২১০ রানের স্কোরকেও কম মনে করছে না জিম্বাবুয়ে। ৩ বছর পর টেস্ট খেলতে নামা ৩৫ বছর বয়সী মাসভাউরে বলেছেন, ‘দলে ফিরে ভালো পারফরম্যান্স দেখাতে পেরে খুশি। সেঞ্চুরি পেলে ভালো লাগত। গাম্বি ইতিবাচক ছিল, যেটি দারুণ। আমাদের যেমন শুরু দরকার ছিল সেটি পেয়েছি। এ স্কোরকে আমরা ফেলে দেব না।’ অভিষেকে ফিফটির কাছে গিয়ে থেমেছেন গাম্বি।

আর ইচ্ছা নেই শোয়েব মালিকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৬ জুলাইঃ প্রায় তিন বছর জাতীয় দলের বাইরে থাকা শোয়েব মালিক জানিয়েছেন, পাকিস্তানের হয়ে আর খেলার আগ্রহ নেই তাঁর। তবে এখনই আনুষ্ঠানিকভাবে অবসরের ঘোষণাও দিতে চান না। ক্রিকেট পাকিস্তানকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এসব কথা বলেন সাবেক এ অধিনায়ক। ৪২ বছর বয়সী মালিক পাকিস্তানের জার্সিতে সর্বশেষ ম্যাচ খেলেছেন ২০২১ সালের নভেম্বরে, মিরপুরে বাংলাদেশের বিপক্ষে। এরপর জাতীয় দল থেকে বাদ পড়লেও বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে নিয়মিতই ফ্র্যাঞ্চাইজি টি-টোয়েন্টি খেলে যাচ্ছেন। চলতি বছরই বিপিএল ও পিএসএলে খেলেছেন। ক্রিকেট পাকিস্তানের ‘ক্রিকেট কর্নার’ নামের অনুষ্ঠানে সঞ্চালক সলিম খালিক পাকিস্তান জাতীয় দলে সুযোগ না পাওয়া নিয়ে জিজ্ঞেস করলে মালিক বলেন, ‘আমি ভালোই আছি। এতগুলো বছর খেলার পর নিজেকে নিয়ে আমি সন্তুষ্ট। আবার পাকিস্তানের হয়ে খেলার কোনো আগ্রহ নেই। আমি তো এর মধ্যে দুটি সংস্করণকে বিদায়ও বলেছি। এখন লিগ ক্রিকেট খেলি, সময় উপভোগ করি। যেখানে খেলার সুযোগ আসে, কাজে লাগানোর চেষ্টা করি।’ ১৯৯৯ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ওয়ানডে দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে পা রাখেন মালিক। ২০০৭-০৮ মৌসুমে পাকিস্তানকে তিনটি টেস্টে নেতৃত্বও দেন। পরে অধিনায়কত্ব করেন ওয়ানডে এবং টি-টোয়েন্টি সংস্করণেও। ৩৫ ম্যাচের টেস্ট ক্যারিয়ারের সর্বশেষ ম্যাচটি খেলেছেন ২০১৫ সালে। আর ২৮৭ ওয়ানডের শেষ ম্যাচ ২০১৯ বিশ্বকাপে। ২০২১ সালের শেষ দিকে টি-টোয়েন্টি দল থেকে বাদ পড়লেও পরের বছর বিশ্বকাপ খেলার আশা ছিল তাঁর। ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটে রানের মধ্যে থাকায় তাঁকে নিয়ে আলোচনাও হয়েছিল। কিন্তু সে যাত্রায় তো বটেই, পরেও আর পাকিস্তানের নির্বাচকেরা তাঁকে জাতীয় দলে বিবেচনা করেননি। এখন পাকিস্তানের হয়ে আর খেলার আগ্রহ না থাকার অর্থ কি অবসর নিচ্ছেন—সঞ্চালকের এমন প্রশ্নে মালিক বলেন, ‘আমার খেলার ইচ্ছা নেই। সব ধরনের ক্রিকেট থেকে অবসরের ঘোষণা দেব।’

ওলমোকে পেতে পরিকল্পনা করে রেখেছে বার্সেলোনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৬ জুলাইঃ বার্সেলোনার সভাপতি হোয়ান লাপোর্তা ক্লাবের ক্রীড়া পরিচালক ডেকোকে বলে দিয়েছেন, দানি ওলমোকে দলে ভেড়াতে কাজে লেগে পড়ো! ডেকো কাজে লেগে পড়েছেন। কিন্তু ইউরোতে দুর্দান্ত খেলা স্পেনের এই উইঙ্গারকে পেতে যে উঠেপড়ে লেগেছে ম্যানচেস্টার সিটি, আতলেতিকো মাদ্রিদ ও বায়ার্ন মিউনিখের মতো পরাশক্তি ক্লাবগুলোও। চারদিক থেকে এমন আগ্রহ দেখে ২০ জুলাই ৬ কোটি ইউরো রিলিজ ক্লজ সেঁটে দেওয়া ২৬ বছর বয়সী উইঙ্গারকে বিক্রি করার জন্য আলোচনা উন্মুক্ত করে দিয়েছে তাঁর ক্লাব লাইপজিগ। জার্মান পত্রিকা ‘বিল্ড’-এর খবর অনুযায়ী, বার্সেলোনা ৬ কোটি ইউরো রিলিজ ক্লজ দিয়েই ওলমোকে পেতে তৈরি আছে বলে জানিয়েছে। অনেক দিন ধরেই আর্থিক সংকটে ভুগতে থাকা বার্সেলোনা ওলমোকে কেনার জন্য একটি আর্থিক পরিকল্পনা দাঁড় করিয়েছে। শুরুতে তারা ৪ থেকে ৫ কোটি ইউরোর ট্রান্সফার ফির প্রস্তাব দেবে। সেটাও হয়তো তিনটি কিস্তিতে দেওয়া হবে। ৬ কোটি ইউরোর বাকি যে পরিমাণটা থাকবে, সেটা তারা পারফরম্যান্স বোনাসের আওতায় নিয়ে এসে দেওয়ার ব্যবস্থা করবে। বিল্ডের খবর অনুযায়ী, ওলমোকে ৬ বছরের চুক্তির প্রস্তাব দিয়েছে বার্সেলোনা। লম্বা সময়ের চুক্তির প্রস্তাব দেওয়ার একটা কারণও আছে। অর্থ পরিশোধের জন্য বেশি সময় পাবে কাতালান ক্লাবটি। এতে করে আর্থিক চাপও কমবে এবং লা লিগা ও উয়েফার আর্থিক সংগতি নীতিও ভাঙতে হবে না। চুক্তিতে ওলমোর বেতন প্রস্তাব করা হয়েছে লাইপজিগে তাঁর বর্তমান বেতনের সমান, যা এখন বছরে ১ কোটি ১০ লাখ ইউরোর কাছাকাছি। তবে চুক্তির তৃতীয় বছর থেকে সেই বেতন অনেকটাই বাড়বে। রবার্ট লেভানডফস্কি ও ইলকায় গুনদোয়ানদের কেনার সময়ও একই পদ্ধতি অবলম্বন করেছিল বার্সেলোনা। ওলমোকে দলে ভেড়ানোর পর লা লিগার বেঁধে দেওয়া বেতন কাঠামো আর উয়েফার আর্থিক সংগতি নীতি ঠিক রাখতে বেশ কয়েকজন খেলোয়াড়কে বিক্রি করে দেবে বার্সা। সেন্ট্রাল ডিফেন্ডার ক্লেমেন্ত লংলে ও ইনিগো মার্তিনেজ।

খেলোয়াড়দের বেতন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৬ জুলাইঃ ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর পরামর্শ গ্রহণ করা হলে একবার নিলামে একটি নির্দিষ্ট দামে কেনার পরও আইপিএলে খেলোয়াড়দের বেতন-ভাতা বেড়ে যেতে পারে। খেলোয়াড়দের বেতনের জন্য দলগুলোকে যে ‘স্যালারি ক্যাপ’ বা সর্বোচ্চ খরচের সীমা বেঁধে দেওয়া, সেটিও ৯০ কোটি রুপি থেকে বেড়ে ১৩০-১৪০ কোটি রুপি হতে পারে। ফলে আগামী ডিসেম্বরে আইপিএলের মেগা নিলামে খেলোয়াড়দের আরও বেশি অর্থ পেতে দেখা যেতে পারে। বর্তমান নিয়ম অনুযায়ী, নিলামে একজন খেলোয়াড়কে যে দামে কেনা হয়, সেটি পরবর্তী সময়ে আর বাড়ানোর সুযোগ নেই। এ নিয়ম বদলাতে চায় ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো। মূলত পরবর্তী নিলামে যাতে অন্য দল তাঁকে ছিনিয়ে নিতে না পারে, সেটির জন্যই এমন নিয়ম চাওয়া হচ্ছে। একজন ফ্র্যাঞ্চাইজি কর্মকর্তা এ প্রসঙ্গে বলেছেন, ‘অন্য অনেক চাকরির মতো এখানে বেতন বৃদ্ধির কোনো সুযোগ নেই। ধরা যাক, কাউকে ৩০ লাখ রুপিতে কেনা হলো। এরপর তাঁর আইপিএলটি দুর্দান্ত কাটল। ফলে ফ্র্যাঞ্চাইজির হাতে এমন উপায় থাকা উচিত, যাতে ধরুন পরের বছর তাঁকে তিন কোটি রুপির নতুন একটি চুক্তির প্রস্তাব দেওয়া যায়। অন্য কোনো দলের কাছে তাঁকে হারিয়ে না ফেলার উপায় এটা। অন্য দলগুলো তখন খেলোয়াড় ছিনিয়ে নিতে পারবে না।’ ওই কর্মকর্তা আরও বলেন, ‘উঁচুমানের পারফরম্যান্স দেখানো খেলোয়াড়ের বেতন নিয়ে দর-কষাকষির সুযোগ ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোকে দেওয়া উচিত আইপিএলের। এর মাধ্যমে আগের মৌসুমের সেরা খেলোয়াড়কে তারা ধরে রাখতে পারবে। সে খেলোয়াড় তাকে ছেড়ে দিতে বলবে বা অন্য দল তাকে কিনে নেবে, এমন চিন্তা করা লাগবে না। স্বাস্থ্যকর একটা বেতন বৃদ্ধিতে খেলোয়াড়েরাও খুশি থাকবে। ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো খুশি থাকবে অন্য দলগুলো খেলোয়াড় ছিনিয়ে নিতে পারবে না বলে।’ আইপিএলের প্রধান নির্বাহী হেমাং আমিনের কাছে আরও কিছু পরামর্শ রেখেছে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো। এর মধ্যে আছে মেগা নিলাম প্রতি পাঁচ বছরে একবার করা, দলগুলোকে সর্বোচ্চ পাঁচজন খেলোয়াড় ধরে রাখার সুযোগ দেওয়া, প্রতিটি ফ্র্যাঞ্চাইজিকে আটজন ‘রাইট টু ম্যাচ (আরটিএম)’ অপশন দেওয়া এবং খরচের সীমা ১৩০-১৪০ কোটি রুপিতে নিয়ে যাওয়া। ২০১৮ সালের মেগা নিলামে প্রথম খেলোয়াড় ধরে রাখা ও আরটিএমের সমন্বিত একটি পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছিল। সে সময় এক দল সর্বোচ্চ পাঁচজন ধরে রাখতে পারত, যদিও সর্বোচ্চ তিনজনকে রাখা যেত নিলামের আগে। আর সর্বোচ্চ তিনজনকে নিলামে আরটিএম পদ্ধতিতে আবার কিনে নিতে পারত দলগুলো। এখন মেগা নিলাম কেন পাঁচ বছরে একবার চাওয়া হচ্ছে, সে প্রসঙ্গে একজন ফ্র্যাঞ্চাইজি কর্মকর্তা বলেন, ‘যাতে ধারাবাহিকতাটা নিশ্চিত করা যায়। তিন বছরের চেয়ে পাঁচ বছর অন্তর মেগা নিলাম করাটাই বেশি যুক্তিযুক্ত। মেগা নিলামের মাঝখানে বেশি ব্যবধান থাকলে দলগুলো খেলোয়াড়দের সেরাটি বের করে আনতে পারবে। তারা তরুণ থাকা অবস্থায় যেটি বিনিয়োগ করা হয়েছিল।’

বক্স অফিস

সৃজিতের হাত ধরে এবার ‘শার্লক হোমস’

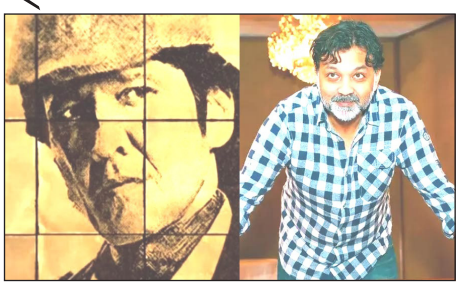

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৬ জুলাইঃ জল্পনা আগেই ছিল। এবার তাতে সিলমোহর। শেষমেশ সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের ফ্রেমে শার্লক হোমস অবতারে ধরা দিলেন কেকে মেনন। গোয়েন্দা ‘ফেলুদা’কে আগেই ওটিটি প্ল্যাটফর্মে এনেছেন পরিচালক। এবার শার্লকের গোয়েন্দাগিরিকেও ওটিটির ময়দানে ‘শেখর হোম’-এর মাধ্যমে তুলে ধরবেন তিনি। বিগ ফ্রাইডে চমক দিলেন সৃজিত! শার্লক হোমসের অবতারে কেমন দেখাবে কেকে মেননকে? কাস্টিংয়ে মুখ্য ভূমিকায় অভিনেতার নাম শোনার পরই কৌতূহল প্রকাশ করেছিলেন গোয়েন্দা গল্পপ্রেমী দর্শকরা। শেষমেশ শুক্রবার সেই লুক প্রকাশ্যে নিয়ে এলেন পরিচালক। পাজল-এর আকারে ধরা দিল মেননের শার্লক লুক। সৃজিত বলছেন, “আপনারা বুঝতে পারবেন, কেন একমাত্র এই মানুষটাই আমার সমস্ত রহস্যের সমাধান করতে পারেন?” উল্লেখ্য, এই ছবিতে রয়েছেন আরেক বাঙালি অভিনেতা। তিনি কৌশিক সেন। গোটা কাস্টিংয়েই চমক! জানা গিয়েছে, দিব্যেন্দু ভট্টাচার্য, রসিকা দুগ্গাল, রণবীর সোরে, উষা উত্থুপ, মাধবেন্দ্র ঝা-দের দেখা যাবে সৃজিতের ‘শেখর হোম’-এ। জানা গিয়েছে, শার্লকের বন্ধু ওয়াটসনের ভূমিকায় থাকছেন রণবীর শোরে। জিও সিনেমা প্রিমিয়াম মুক্তি পাচ্ছে স্যর আর্থার কোনাল ডায়েলের গল্প থেকে অনুপ্রাণিত ছবি ‘শেখর হোম’। কে কে মেননের শার্লক রূপ দেখে যারপরনাই উচ্ছ্বসিত নেটপাড়া। অনেকেই জানিয়েছেন, তাঁরা এই ছবির জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। গত বছরই সংবাদ প্রতিদিন-এর অফিসে সিনেমার একটি অংশের শুট করেছিলেন পরিচালক। সদ্যই ‘সত্যি বলে সত্যি কিছু নেই’-এর শুটিং শেষ করেছেন সৃজিত। ‘এক রুকা হুয়া ফয়সালা’ নামের একটি নাটক থেকেই তৈরি হয়েছে এই ছবিটির চিত্রনাট্য। প্রযোজনায় এসভিএফ। টলিউডের পাশাপাশি বলিউডেও বেজায় ব্যস্ত সৃজিত মুখোপাধ্যায়।

‘মহানায়ক একটা প্রাইজ...’, প্রশ্ন ঋত্বিকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৬ জুলাইঃ বুধবার (২৪ জুলাই, ২০২৪) ছিল মহানায়ক উত্তমকুমারের মৃত্যুদিন। এদিন রাজ্য সরকার থেকে ‘মহানায়ক’ সম্মান পেয়েছেন অভিনেত্রী (বর্তমানে হুগলীর সাংসদ) রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং গায়ক নচিকেতা চক্রবর্তী। বিশেষ সম্মান পেয়েছেন তিনজন অভিনেতা-অম্বরীশ ভট্টাচার্য, শুভাশিস চক্রবর্তী এবং রুক্মিণী মৈত্র। ৪০ বছর বিনোদন জগতে অবদানের জন্য সম্মান পেয়েছেন ‘ইন্ডাস্ট্রি’ প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়। এ সব দেখে বৃহস্পতিবার একটি মজার পোস্ট করেছেন অভিনেতা ঋত্বিক চক্রবর্তী। কী লিখেছেন তিনি? ঋত্বিক তাঁর পোস্টে লিখেছেন, “এক ব্যক্তিকে বাজারের চায়ের দোকানে বলতে শুনলাম–মহানয়ক একটা প্রাইজ়, কিন্তু মহানায়ক উত্তমকুমার একটা মেট্রো স্টেশন এবং উত্তমকুমার বাংলার একটা বেস্ট হিরো।” তখনই পান দোকানের রেডিয়োতে গান কানে এল–‘তেরা ধেয়ান কিধর হ্যায়, তেরা হিরো ইধর হ্যায় ...ইত্যাদি’।” বুধবার ধনধান্য স্টেডিয়ামে পুরস্কার বিতরণীর সময় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মঞ্চে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, “নাম খুঁজতে গিয়ে দেখি সবাইকেই প্রায় সম্মান জানিয়ে

দিয়েছিল। নামই আর খুঁজে পাইনি। ২০১২ সাল থেকে এই অনুষ্ঠান আমরা করি। প্রসেনজিৎকে অভিনন্দন। ৪০ বছর ধরে ওঁর অবদান , আমাদের গর্ব। নচিকে আমি সবসময় বলি, নচি নাচি নাচি। আমরা রশিদকে হারিয়েছি। নচিকেতাকে বলেছি রশিদের জায়গাটা ধরতে।” ‘মহানায়ক’ সম্মানটি এ যাবৎ পেয়েছেন অভিনেতা-অভিনেত্রীরাই। গায়ক হিসেবে সেই পুরস্কার পেয়েছেন নচিকেতা। নচিকেতা বলেছেন, “অভিনয় শিল্প। গানও শিল্প। ফলে ‘মহানায়ক’ সম্মান আমাকে দেওয়া হয়েছে। এই সম্মান আসলে তিনিই পেতে পারেন, যিনি কোনও শিল্পে পারদর্শী। আমি তো অভিনয়ও করেছি। ৩-৪টে ছবিতে আমি নচিকেতা হয়েও অভিনয় করেছি। গান গেয়েছি।”

অবসাদে ভুগছেন? শান্তির খোঁজে ক্যাটরিনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৬ জুলাইঃ ক্যাটরিনা কাইফ মাসখানেক ধরেই ক্যামেরার অন্তরালে থাকা পছন্দ করছেন। স্ত্রীয়ের গরহাজিরা নিয়ে আম্বানিদের রেড কার্পেটে পাপারাজ্জিদের প্রশ্নের মুখেও পড়তে হয়েছিল ভিকি কৌশলকেও। যদিও পরে জুটিতে ধরা দেন তাঁরা। তবে এটা স্পষ্ট যে স্বামী ভিকি যখন একের পর এক কাজ নিয়ে ব্যস্ত, তখন ক্যাটরিনা কাইফ মাঝেমধ্যেই বিদেশে উড়ে যাচ্ছেন নিভৃতে, নির্জনে থাকতে। কিন্তু বলিউডের এমন নক্ষত্রের কেন এই ‘স্পেস’ দরকার হচ্ছে? কানাঘুষোর কিন্তু অন্ত নেই বিটাউনে! কান পাতলে শোনা যাচ্ছে, আড়াই বছরের দাম্পত্যে নাকি ক্যাটরিনা এবার একটু নিজের মতো করে কাটাতে চাইছেন। সম্প্রতি জার্মানির নৈঃসর্গিক প্রকৃতির মাঝে ছবি শেয়ার করে সকলকে সুপ্রভাত জানিয়েছিলেন। তখন ভিকি কৌশল ভারতের বিভিন্ন শহরে ‘ব্যাড নিউজ’ প্রোমোশনে ব্যস্ত। সেই সিনেমায় তৃপ্তি দিমরির সঙ্গে তাঁর মাখো মাখো রসায়ন দেখে যখন ‘তওবা তওবা’ করছে নেটপাড়া, তখন ক্যাটরিনা লাইমলাইট থেকে বহুদূরে, নিজের মতো করে সময় কাটানোর ঝলক দেখালেন অস্ট্রিয়া থেকে। এক মাস আগেই ভিকির সঙ্গে ইউরোপ ট্যুরে ছিলেন ক্যাটরিনা। তখনই অভিনেত্রীর অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার খবরে সরগরম হয় নেটপাড়া। এবার স্বামী যখন ‘ব্যাড নিউজ’-এর সাফল্যে মত্ত, তখন ক্যাটরিনার সোশাল মিডিয়ায় দেখা গেল অস্ট্রিয়ার এক বিশেষ ‘মেডিক্যাল হেলথ রিসর্ট’-এর একগুচ্ছ ছবি। শান্তির খোঁজেই যে তিনি রিসর্টমুখো হয়েছিলেন, অভিনেত্রীর লেখা ক্যাপশনেই সেটা স্পষ্ট।

'জীবন থেকে ছেঁটে ফেলা উচিত'

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৬ জুলাইঃ বর্তমানে বলি থেকে টলি, সর্বত্রই এখন সম্পর্ক ভাঙার গুঞ্জন। এসবের মাঝেই এবার সন্দেহজনক কথাবার্তা শোনা গেল নব-বিবাহিতা পরিণীতি চোপড়ার মুখে। শেষবার পরিণীতিকে দেখা গিয়েছিল ‘চমকিলা’ ছবিতে। তবে কাজের থেকে এখন বেশি নিজের সংসার গুছোতে ব্যস্ত ছিলেন পরিণীতি চোপড়া। গত বছরই আপ সংসাদ রাঘব চাড্ডার সঙ্গে সাতপাকে বাঁধা পড়েন পরিণীতি। তবে হঠাৎই কেন বিষাক্ত মানুষদের ছুড়ে ফেলার কথা বলছেন পরিণীতি? সোশ্যাল মিডিয়ায় একটা ভিডিয়ো পোস্ট করেছেন পরিণীতি চোপড়া। যে ভিডিয়োতে হাতের উপর থুতনি রেখে উদাস হয়ে বসে থাকতে দেখা যাচ্ছে ‘পরী’কে। ভিডিয়োটি পোস্ট করে লম্বা পোস্টে পরিণীতি লিখেছেন, ‘এই মাসে, আমি কিছু সময় বিরতি নিয়েছিলাম, যা কিনা নিজের জীবনের প্রতি আমার চিন্তাভাবনাই বদলে দিল। এটা আমায় বোঝাল যে... জীবনে গুরুত্বহীন জিনিস (বা মানুষ) কে গুরুত্ব দিও না। এক সেকেন্ডও নষ্ট কোরো না। জীবন একটা টিকটিক ঘড়ি। জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত নিজের পছন্দে বাঁচো... অন্যের জন্য বেঁচে থাকা বন্ধ করো! নিজের মতো লোকজন খুঁজে বের করো। আর জীবন থেকে বিষাক্ত লোকদের ছেঁটে ফেলতে ভয় পেও না। গোটা বিশ্বও কী ভাবছে, লোকজন কী ভাবছে, এটা ভাবা বন্ধ করো। পরিস্থিতিতে অনুযায়ী নিজের প্রতিক্রিয়া বদলে ফেলো। জীবন ছোট। এটা আজ যেমন, সেভাবেই বাঁচতে শেখো।’ পরিণীতির এই পোস্টের নিচে কমেন্টের বন্যা বয়েছে। অনেকেরই উৎসুক প্রশ্ন তবে কি স্বামী রাঘব চাড্ডার সঙ্গে পরিণীতির সম্পর্কে কোনও সমস্যা তৈরি হয়েছে? একজন প্রশ্ন করেছেন, ‘এই পোস্টটি কি বিশেষ কারোর জন্য?’ অন্য একজন লিখেছেন, ‘খুবই ঠিক কথা বলেছেন। আমরা সবাই একই পরিস্থিতির সম্মুখীন। বিষাক্ত লোকদের জন্য আমাদের একটা মুহূর্তও নষ্ট করা উচিত নয়। জীবনে সুখী হওয়ার চেষ্টা করা উচিত, এবং সাহসী হন।’ কেউ আবার উদ্বেগ প্রকাশ করে লিখেছেন, ‘আমি আশা করি আপনি ঠিক আছেন। আমরা সবসময় আপনার পাশে আছি।’ তবে ঠিক কী কারণে, কোন ক্ষোভ থেকে পরিণীতি এধরনের পোস্ট করেছেন, তা ঠিক স্পষ্ট নয়। এই পোস্ট রাঘব চাড্ডাকে নিয়ে কিনা, সেটাও স্পষ্ট নয়।